মূর্চ্ছনা



"বর্ষার অধীর কবে সুর মূর্চ্ছনায়"



মূর্চ্ছনা

(গীতিকাব্য)

শ্রীহৃষীকেশ মল্লিক
প্রণীত

কলিকাতা ;
৫৮নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট,
মেসার্স এস, সি, আঢ্য এণ্ড কোং
প্রকাশিত।

১৯১১



কলিকাতা,
৮৬।এনং লোয়ার সার্কুলার রোড, চেরি প্রেস লিমিটেড্ হইতে
শ্রীতুলসীচরণ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন।

এ নশ্বর জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে, কিন্তু প্রতিভা চির আদরণীয় ও পূজনীয়। এই ঐশ্বরিক শক্তিপ্রভাবেই মনুষ্য জগতের হিতসাধনে সমর্থ হয়। প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের মধ্যে কবি অন্যতম। কবি যেরূপ সহজ উপায়ে জগতের চিত্তশুদ্ধিবিধান করিতে সমর্থ হন, কি দার্শনিক, কি বৈজ্ঞানিক, কি ধর্ম্মোপদেশক—কেহই সেরূপ সমর্থ হন না। অতএব সফলতার বিষয় বিবেচনা করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, কবিই ইহাদিগের সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধার্ম্মিকের ধর্ম্মোপদেশ প্রায় এক কর্ণ দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্য কর্ণ দিয়া বাহির হইয়া যায়। কিন্তু কবির কথা কি যেন এক মোহিনী শক্তির প্রভাবে হৃদয়ের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া হৃদয়ের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া থাকে। পাপের কদর্য্যতা দেখাইতে ও পুণ্যের সৌন্দর্য্যবিকাশ করিতে কবি অদ্বিতীয়। যখন সংসারসাগরে অসত্য এবং পাপের ভীষণ ঝড় সমুত্থিত হয়, এবং পবিত্রতা, শান্তি, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি তরণীগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, সে সময় কবিই তাঁহার বিধাতৃপ্রদত্ত অমৃতপূর্ণ বীণার ঝঙ্কারে ইন্দ্রজালের ন্যায় সেই তরঙ্গরাশিকে প্রশান্ত করিয়া সংসারসাগরের উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করেন। সুতরাং কবিই জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা, এবং উপকারকর্ত্তা।

আমার সোদরপ্রতিম বাল্যবন্ধু হৃষীকেশ কৈশোরকালেই অনেকগুলি কবিতা রচনা করেন। তাঁহার প্রত্যেক কবিতাই ঈশ্বরাভিমুখী ও প্রাঞ্জলতায় সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেই তিনি কবিতাগুলি স্বয়ং আবৃত্তি করিয়া আমাকে শুনাইতেন। এই স্বভাবানুকারী অথচ সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট কবিতা শুনিয়া আমার কঠিন হৃদয়েও ভাবের তরঙ্গ উঠিত ও আমি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতাম। কবিতাগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত কবিরার জন্য আমি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও তিনি প্রথমে উহাতে সম্মত হন নাই। তিনি বলিতেন, "বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যেরূপ কুৎসিত নাটক, নবন্যাস প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব, তাহাতে এ জাতীয় পুস্তক সাধারণের আদরণীয় না হওয়াই সম্ভব।" পরে আমার ও কতিপয় বন্ধুর আগ্রহাতিশয়ে তিনি রচনাগুলি মুদ্রিত করিতে সম্মত হন এবং ক্রমে গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতা সুবর্ণবণিক, সুলভ সমাচার, শিল্প ও সাহিত্য, জগজ্জ্যোতিঃ প্রভৃতি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে ভাবুক ও সুধীগণের নিকট আমার সবিনয় বক্তব্য এই যে, জগতে কোনও বস্তুই নির্দ্দোষ নহে। অপিচ আমার বন্ধু এই কার্য্যে নূতন ব্রতী, উৎসাহ পাইলে ভবিষ্যতে বহু কবিতাপুস্তক প্রণয়ন করিয়া মাতৃভাষার পরিপুষ্টি সাধনে, পাঠকবর্গের চিত্তোৎকর্ষসাধনে ও জগতের অশেষ কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হইতে পারেন। অতএব বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজ গ্রন্থের দোষ মার্জ্জনা করিয়া গুণগ্রহণ করিলে এবং ইহার উন্নতি কল্পে পরামর্শ দান করিলে বন্ধু ভবিষ্যতে কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহাদের পরামর্শের সদ্ব্যবহার করিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, মুদ্রাকরের প্রকৃতিসিদ্ধ ও অনুচিত নৈপুণ্যে গ্রন্থে অনেকগুলি বর্ণাশুদ্ধি থাকিতে পারে, ইহার জন্য আমি ত্রুটিস্বীকার করিতেছি।

অপিচ আমি গ্রন্থকারের পক্ষ হইতে সুকবি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বি-এ ও সুবর্ণবণিক্ পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণগোপাল সিংহ প্রভৃতি কতিপয় বন্ধুবর্গকে —অর্থাৎ যাঁহাদের সহায়তা ব্যতীত বন্ধুবর এ কার্য্যে ব্রতী হইতে পারিতেন না—আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীবামাচরণ আঢ্য।

সূচীপত্র

ভালবাসা

* English Translation, see page 160.

প্রেম

চিত্র

উৎসর্গ

বন্দনা

মূর্চ্ছনা

বীণাপাণী বন্দনা

অয়ি দেবি! বীণাপাণি, অমিয় আধার রাণী;
বন্দিব শ্রীপদযুগ মানসেতে বাসনা।
ভক্তি শক্তি কিছু নাই, হৃদে সদা জাগে তাই;
থেকে থেকে তবু মনে পূজিবারে কামনা॥

শ্রীপদের পরসাদ, একান্ত পাইতে সাধ;
অভাগার সেই দিন হবে কি না জানিনা।
এ বিনা মা উচ্চ আশ, হৃদে নাহি করে বাস;
এর বেশী ভাবিবারে আর কিছু পারিনা॥

মূর্চ্ছনা

আসিয়াছি এ সংসারে, মায়া মোহ অন্ধকারে ;
শিখি নাই হেন পাঠ পারি পূজিবারে।
এ কথা শুনেছে দাস, বরপুত্র কালিদাস ;
বাল্মীকি যে কবিগুরু ভক্তি উপচারে ॥

আরও জানি কতজনে, শ্রীপদ আঁকিয়া মনে ;
গাঁথিয়াছে সুচিকণ মালা কবিতার।
তোমারি ধেয়ানে দেবি, তোমারি শ্রীপদ সেবি ;
অমর কিরণে তারা দিতেছে সাঁতার ॥

আমি অতি—অতি দীন, ভকতি পূজন হীন ;
সে গৌরব লভিবারে সাধ্য নাহি মোর।
তবে যে মা পূজিবারে, সাধ হয় এ অন্তরে ;
সে কেবল স্নেহময়ী তব স্নেহডোর ॥

আহা মা ! তোমার দয়া, সুপবিত্র পুণ্যতোয়া ;
চতুর্ম্মুখ চতুর্ব্বেদ বর্ণিতে শিহরে।
মুহূর্ত্তে অশিব নাশ, কোটী কল্প পরকাশ ;
কোটী ভানু পরমাণু শ্রীপদনখরে ॥

বীণাপাণী

অযুত কমল দল, সমীরণে ঢল ঢল ;
কোটী সরোবরে ফুটি ধেয়ানে মা শ্রীচরণ।
থুয়ে পদ পদ্মাসনে, এ হৃদয়-সিংহাসনে ;
দাঁড়া মা ত্রিদিব সতি, করি আমি দরশন ॥

মরি কি উজ্জ্বল আলো, গগনে প্রকাশে ভালো ;
ওই বুঝি নেমে এলো দেবী শ্বেতাঙ্গিনী।
হের ওই রাঙা পায়, সুবর্ণ নূপুর ভায় ;
আয় কে দেখিবি আয় শ্বেত সরোজিনী ॥

গুঞ্জরি ভ্রমরা ছোটে, অজ্ঞানে শ্রীপদে লোটে ;
পদ্মভ্রমে পাদপদ্ম করিল আশ্রয় ।
প্রাণ খুলে মধু খায়, আর না উড়িতে চায় ;
চরণে র'য়েছে বাঁধা ত্রিদিব আলয় ॥

পাইতে যে আস্বাদন, কত শত যোগিজন ;
কত কাল আত্মহারা ধ্যানের নয়নে।
সে পদ পাইয়ে অলি, কেন দিবে জলাঞ্জলি ?
ভ্রমর জনম ধন্য অতি শুভক্ষণে ॥

মূর্চ্ছনা

শ্বেতবাসে সুশোভনা, অঙ্গে আভরণ নানা ;
কটিতে শোভিছে চারু মণিময় মেখলা।
শত সূর্য্য দিশে হারা, শত শশী ম্লান পারা ;
হেরিয়া মায়ের রূপ লাজ পায় চপলা ॥

শোভে বীণা পদ্মকরে, সাজে ফুল থরে থরে ;
গলে রাজে গজমতি—নানা অলঙ্কার।
ছয় রাগ পূর্ণ রাগে, দরশন ভিক্ষা মাগে ;
ছত্রিশ রাগিণী সনে দিতেছে ঝঙ্কার ॥

অপরূপ সেই স্বরে, কণ্টকিত কলেবরে ;
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, ধ্যানে নিমগন।
মোহিত মা ত্রিভুবন, মুনি, ঋষি, যোগিজন ;
করযোড়ে প্রণমিছে ও রাঙা চরণ ॥

শচী সহ শচীপতি, চঞ্চল চিত্তেতে অতি ;
দেবতা তেত্রিশ কোটী সনে ছুটে আসে।
হেরে সে রূপের ছটা, চপলা নিন্দিত ঘটা ;
বিস্ময় সাগরে সবে আনন্দেতে ভাসে ॥

এ দেখি হাসির রেখা, মায়ের অধরে দেখা ;
দিতেছে দেখনা ওই শত ইন্দু ভাতি।
ত্রিলোচনে ত্রিভুবন, রক্ষা করে অনুক্ষণ ;
নিবিড় কুন্তল জাল আলু থালু অতি ॥

আহা মাগো কতক্ষণ, করিতেছি দরশন ;
দেখে যে মিটেনা সাধ যেন মা হারাই।
আমি অতি—অতি দীন, ভকতি পূজন হীন ;
কি দিয়ে পূজিব তোমা খুঁজে নাহি পাই ॥

বিন্দু বিন্দু স্বেদ বিন্দু, ছেয়েছে মা মুখ ইন্দু ;
আর মা বঙ্কিম ঠামে দাঁড়াইয়ে থেক'না।
হ'য়েছে অনেক ক্লেশ, ত্যজ মা ত্রিভঙ্গ বেশ ;
পা দুখানি ছড়াইয়ে এইবার বস'না ॥

ধ্যানে মগ্ন ত্রিভুবন, বিনে সেই ধ্যান ধন ;
কণামাত্র পরসাদ পাব কিনা জানিনি।
কে জানে মা তব খেলা, না দিলে শ্রীপদভেলা ;
অধম সন্তানে কিসে তরাবে মা তারিণি !

মূর্চ্ছনা

আজি মা এ নিরজনে, মনব্যথা সঙ্গোপনে ;
জানাই তোমারে দেবি জানাই আবার।
রেখ এ দাসেরে মনে, দীন হীন অভাজনে ;-
ঘুচাইয়া দিও অন্তে অজ্ঞান আঁধার ॥



বীণাপাণি



শোভে বীণা পদ্মকরে,　　　　সাজে ফুল থরে থরে ;
গলে রাজে গজমতি – নানা অলঙ্কার।
ছয় রাগ পূর্ণ রাগে,　　　　দরশন ভিক্ষা মাগে ;
ছত্রিশ রাগিণী সনে দিতেছে ঝঙ্কার ॥

মূর্চ্ছনা—পৃঃ ২০

INDIAN ART SCHOOL, BOWBAZAR, CALCUTTA.

উন্মেষ

অসীম প্রবাহ স্রোতে নাথ,
কাল স্রোত ভেসে চ'লে যায়।
নশ্বর জীবের আয়ু হরি',
বুঝিনাকো কোথায় মিশায় ॥
সংক্ষিপ্ত এ জীবনের দিনে,
তাই আমি বলি প্রাণেশ্বর !
বলো তবে কি ক'রে বুঝাবো,
কি বেদনা হৃদে নিরন্তর ॥
প্রতি পলে অনন্ত যাতনা,
বুঝাতে নাহিক পাই ভাষা।
কেবা আমি কার তরে কাঁদি,
কি হেতু এ পৃথিবীতে আসা ॥

মূর্চ্ছনা

কেবা তুমি বলো প্রাণেশ্বর,
কেন এত মায়ার ছলনা।
কেন এত থেকে থেকে প্রাণ,
করে কত আশার জল্পনা॥
অজ্ঞান তিমির মাঝে নাথ,
শুধু যবে ভাতিল এ জ্ঞান।
পথহারা পথিকের প্রায়,
আসিয়াছি পরীক্ষার স্থান॥
সে সময় করে ধ'রে মোর,
স্নেহময় জনক জননী।
সঁপিলেন তোমা করে নাথ,
সে অবধি অপরে না জানি
বলিলেন কাছে ডেকে মোরে,
শুন সুত স্নেহের বাছনি!
উনি তোর প্রিয় প্রাণনাথ
পূজ' তাঁরে দিবস রজনী॥
সে অবধি পূজিতে পূজিতে
কত মাস বর্ষ হ'ল গত।
কত অশ্রু শুখাইল নাথ,
কত আশা হ'ল প্রতিহত॥

উন্মেষ

অগণিত কত ফুল নাথ,
ফুটিল এ সংসার কাননে।
মুহুর্ত্তেকে শুখাইল কত,
নিরাশার প্রবল পীড়নে॥
নীলিম ও আকাশের কোলে,
কত মেঘ কোথা চ'লে গেলো।
কাল স্রোতে কত প্রাণ, নাথ !
কেঁদে হেসে কোথা মিলাইল॥
কি পাষাণ প্রাণে আমি শুধু,
বুক বেঁধে দেখি সব চেয়ে
কি যাতনা নিরবধি নাথ,
কারে বা বলিতে যাবো ধেয়ে ?
দিয়েছ' যে পাপে ভরা মতি,
তাহে তোমা পূজি দিবারাত।
ডাকি তোমা অন্তরে অন্তরে,
বলি এসো এসো প্রাণনাথ !
কিন্তু হায় পূজি বহুদিন,
জানিনাকো কবে দেখা পাবো।
তুমি যদি এলেনাকো নাথ,
বলো নাথ কি ব্যথা জানাবো !

প্রণয়

Love, like an Alpine harebell hung with tears
By some cold morning glacier; frail at first
And feeble, all unconscious of itself,
But such as gather'd colour day by day.

Tennyson.

প্রণয়

প্রাণের প্রণয়, হৃদি বিনিময় ;
কে জানে কিরূপে হয় !
কেনগো পরাণে, নিমিষ নয়ানে ;
সকলি অমিয়ময় !
কে এসে মাঝেতে, বাঁধেগো ডোরেতে ;
আকুল হৃদয় দুটি—
চোখের আড়ালে, দেখিতে দেখিতে ;
কুসুম উঠেগো ফুটি !

মূর্চ্ছনা

ছোটেগো সুবাস বহেগো মলয়
বিনোদ বসন্ত প্রাণে—
পুলকে তনুটি, শিহরি শিথিল ;
শ্রবণ ভরিল গানে !
সরম চকিত, আঁখির তারাটি ;
অবশ হৃদয় মন ;
দীঘল বহিল, নাসার পবন ;
অজানা মরম রণ !
সদাই বাসনা, যেনরে তাহায় ;
নয়নে নয়নে রাখি !
সে যেন আমার, হৃদয়-কাননে ;
স্বাধীন প্রণয়পাখী !
বিশাল কান্তারে, মরুভূ মাঝারে ;
সে যেন প্রাবৃট ছায়—
অকূল পাথারে, আলোকে, আঁধারে ;
তরণী ভাসিয়ে যায় !
তরঙ্গ তুফানে, এ নব যৌবনে ;
সে যেগো কঠিন বাঁধ—
জীবনে স্বপনে, অমর কিরণে ;
কত যে আশার সাধ ।

প্রণয়

কে করে বিচার, দোষের, গুণের ;
কেবলি ছুটিয়ে যাই—
কোথায় কেমনে, সে প্রিয় রতনে ;
হৃদয় মাঝারে পাই !
কবি বলে এই, উতলা হৃদয়ে ;
জগত জড়িত হেম—
ইহারি পরেতে, মিলিবে পথেতে ;
বিমল স্বরগপ্রেম



আবাহন-গীতি *

এস' রাজ রাজেশ্বর—
ব্রিটেন সৌভাগ্য-রবি, ভারত সম্রাট অবি,
পুঞ্জীভূত মহাশক্তি রাজত্বের ভাল;
সসাগরা অধীশ্বর, বিরাট ধরণীধর;
আসমুদ্র হিমাচল অখণ্ড ভূপাল—
এস' রাজা এস' মহীপাল!

এস' রাজা, এস' রাণী—
শুভদিনে শুভক্ষণে, আনন্দ প্রফুল্ল মনে,
এ দীন ভারতভূমে প্রজার সদন;
এস' সেই দিল্লীধাম, পূর্ব্বে যার ছিল নাম
সাধের হস্তিনাপুরী—পাণ্ডব-কেতন!
এস' রাজা করি আবাহন!

* মহামহিমান্বিত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয় ও সাম্রাজ্ঞী মেরী মহোদয়ার ১৯১১ সালে ভারত আগমন উপলক্ষে

তব দরশন আশে
আনন্দ অধীর প্রাণে   চেয়ে আছে পথ পানে
কোটি কোটি ভারতের প্রজা অগণন।
বহু যুগ বর্ষ পরে   রাজ দম্পতির তরে
রেখেছে হৃদয় ভরা কত আকিঞ্চন—
হেরে হবে সফল নয়ন!

দেখেছে ভারতবাসী
অতীতের কোন কালে—   ঘটেছিল' তার ভালে—
দিল্লীশ্বর সহ কত ক্ষুদ্র রাজগণ;
কিন্তু হায়! কেবা কবে   হেরিয়াছে এই ভবে
হেন রাজা যার রাজ্যে ডুবেনা তপন—
একছত্র প্রতাপ শাসন!

কে দেখেছে জলে স্থলে
নিয়ত এমন শান্তি,   শাসন বিমল কান্তি
বিরাজিতে ভারতের নগরে নগরে—
দমনে এ দেশে যার,   সদা সম অধিকার
ধনী, দীন, ভোগ করে প্রফুল্ল-অন্তরে!—
সকলেতে সুখে কাল হরে!

কোথায় লুটাতো হায়—
সাহিত্য, বিজ্ঞান কলা, সংসারের রত্নপলা;
জাতিগত ধর্ম্ম কর্ম্ম সতীত্ব রতন ;
যদি না ব্রিটেনবাসী ভারত ভূমেতে আসি
ন্যায় ধর্ম্মে না রাখিত প্রজার জীবন—
বলে লভি বিজয় ভূষণ !

বসি দিল্লী সিংহাসনে
মহারাণী শক্তি সনে, সুবেষ্টিত পরিজনে,
দিয়েছ অভয় মন্ত্রে বিজয় ঘোষণা ;
দাও হেন শুভবাণী, ওগো রাজা মহারাণী,
বিপদে জানাতে পারি মনের বাসনা—
তব পাশে এই সে কামনা !

যে দিন দিল্লীতে তুমি
দরবারে অধিষ্ঠিত, বসুমতী পুলকিত ;
আনন্দে হৃদয় তার গিয়াছিল ভরি ;
যুগ যুগান্তের পর পেয়ে নিজ নৃপবর
ভূমিকম্প রূপে তাই উঠিল শিহরি—
কি পুলক বিকাশ আ মরি !

বাজিল' অসংখ্য শঙ্খ—
দিগন্ত পূরিল রবে, প্রমাদ গণিল সবে,
কে বুঝিবে এ রহস্য অতীব গোপন?
হরষে নাচিয়া ধরা মাগিল হৃদয় ভরা
শঙ্খের শবদে তব মঙ্গল বরণ!—
ধরাবাসী স্তম্ভিত তখন!!

কত জাতি কত ভাষা—
যে যাহার নিজ ছন্দে রাজ-দম্পতিরে বন্দে,
কি মহান্ গীতে আজ পূরিত আকাশ;
"রাজা রাজা, রাণী রাণী", সকলের মুখে বাণী,
প্রতিধ্বনি ল'য়ে ছুটে অনন্ত বাতাস—
কি মধুর কিবা নব আশ!

প্রকৃতিও মনানন্দে
হেমন্ত রাজন সঙ্গে সাজায়েছে নানা রঙ্গে
কত ফুল কত ফল অতি মনোহর;
তাহারে বিদায় দিয়ে, শীত ঋতু আরাধিয়ে
আবার মনের সাধে সাজায় সুন্দর—
যত কিছু আছে প্রীতিকর!

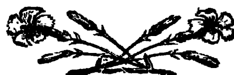
বিজ্ঞানের বলে আজ
ইন্দ্র চন্দ্র দেবতারা,　　　শঙ্কিত যে সদা তারা,
সমুদ্র শাসনে পোত নিরাপদে ধায় ;
"মোটরে" ছুটিছে যান,　"কলেতে" গাহিছে গান,
"এরোপ্লেন" পুষ্পরথ নির্ম্মিত ধরায় !—
রাজা তুমি হেন প্রতিভায় !!

তাই বলি নরপতি—
কি আছে মোদের ঘরে,　　　এ হেন সম্রাটবরে
পূজিতে সেবিতে তাঁরে মনের মতন ;
ছিল যাহা এবে নাই,　　আশা যাহা নাহি পাই,
আছে শুধু হৃদি ভরা ভক্তি শ্রদ্ধা ধন—
এইমাত্র সম্বল এখন !

ধর' সেই ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি !
ভীষণ কালের করে　　　নিয়তি ঝটিকা ভরে
যাবে মান, যাবে ধন, সবি হবে লীন ;
শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে　　এই পূজা উপহারে—
এ স্মৃতিটী কভু রাজা হবেনাকো ক্ষীণ ;
চিরদিন রহিবে নবীন !

পরিশেষে শুন' রাজা—
নিশ্চিন্ত রহিও প্রাণে, পৃথিবীর কোনও স্থানে
রাজভক্ত প্রজা হেন, কোথাও পাবেনা !
রাজারে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দানে
কুত্রাপি এমন ধারা পূজিতে জানেনা !
চির সত্য গোপন রবেনা !—

করযোড়ে এ প্রার্থনা—
জগদীশ সন্নিধানে, সরলতা মাখা প্রাণে—
যেন তিনি চিরজীবী করে রাজা রাণী !
কুমারিকা হিমালয় "পঞ্চম জর্জ্জের" জয়
জয় মহারাণী "মেরী" ঘোষে এই বাণী—
ব্রিটেনের গৌরব বাখানি !!

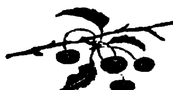


মনের মানুষ

সাধের জীবনতরী সংসার তরঙ্গ নীরে
ভাবনাপবনভরে ভেসে যায় ধীরে ধীরে ;
নিদয় নিয়তি ঘোর ঝটিকার তাড়নায়
মায়াময় তীরে সদা লুটিয়া আঘাত পায় !
স্নেহ প্রেম, দয়া কভু দানে তারে কিছু আশা ;
অদূর বাঁশরী রবে জাগে প্রাণে ভালবাসা !
শত স্নেহ-ডুরী দিয়ে বাঁধা থাকে মায়া-তীরে—
কি রঙ্গে তরঙ্গে তরী নেচে নেচে চলে ধীরে !
কর্ম্ম-স্রোতে ভেসে যায় কত দূর দূরান্তর—
আবার ফিরিয়া আসে সেই তীরে নিরন্তর।
মনের মতন বুঝি কাণ্ডারী পায়না তার ;
সুখ ভ্রমে দুঃখে শুধু আলিঙ্গয়ে বার বার !
আদি অন্ত অন্ধকারে তাইরে বিমনাবেশে
বলেরে জীবন-তরী ভগ্ন হীন দশা শেষে—
"কেটে দেরে স্নেহ-ডুরী চ'লে যাই ভেসে ভেসে—
মনের মানুষ আছে অজানা অচেনা দেশে !"

রত্নাকর

সুনীল বক্ষেতে তব উর্ম্মিমালা অগণন
অস্থির তরঙ্গ ভঙ্গে করিছে কি বিচরণ !
পরিশ্রান্ত তাই যেন স্বেদরাশি ফেণময়
বালুকা বেলায় আসি বিশ্রাম শয়নে রয় !
বিরাট বিপুল কায়া যতদূর দৃষ্টি যায়—
বিধির অপূর্ব্ব সৃষ্টি তুমি সিন্ধু এ ধরায় !
শুনিলে তোমার ওই চির ক্ষুব্ধ গরজন
মনে হয় এই বিশ্বে আছে কি এমন জন—
যে সদা এমনি ভাবে রাখে হৃদে হাহাকার—
চিন্তার তরঙ্গে হৃদি মথিত কি এ প্রকার !
থাকে যদি ছুটে আয় সিন্ধুতীরে একবেলা ;
দেখে যারে বক্ষে তার জীবন্ত যন্ত্রণা মেলা ;
রত্নাকর নাম কিম্বা চাহিনা এমন ধন—
যদিরে চিন্তায় তার ত্যজি শান্তি নিকেতন !



অনন্ত

অনন্ত আকাশ, অনন্ত বাতাস,
অনন্ত তারকা জোছনা মাখা !—
অনন্ত তটিনী বারিধি গামিনী,
অনন্ত নদীর অনন্ত শাখা !—
অনন্ত নির্ঝর ঝরি ঝর্ ঝর্
ছুটিছে সতত অনন্ত পানে—
অসীম বিশ্বের প্রতি পরমাণু
মগন যেনরে অনন্ত ধ্যানে !
অনন্ত কুসুম ফুটিছে ঝরিছে—
অনন্ত বিটপী বিতরে ছায়া—
কে পারে গণিতে কত শৈল মালা
অনন্ত উদ্দেশে ঢেলেছে কায়া !

অনন্তের পানে ছুটিতে ছুটিতে
মিশেছে জলধি আকাশ কোলে—
অনন্ত গগন অনন্ত ধেয়ানে
বুঝিবা সাগরে পড়েছে ঢ'লে !
এক মহা ধ্যানে দুজনে মগন !
তাই সে রূপের একই ছটা—
অনন্ত শয়নে অনন্ত বিভুরে
দেখায় তাদের ধ্যানের ঘটা।
অনন্ত শিশুর স্বর্গীয় হাসিতে
অনন্ত জননী স্নেহেতে ভরা ;
অসীম অপার ভালবাসা প্রেমে
সতত মগনা র'য়েছে ধরা !
অগণন কত যুবক যুবতী
অনন্ত প্রেমেতে রয়েছে বাঁধা—
গাহিছে জগত অনন্তের গান
অনন্তের সুরে মহিমা গাথা।
ভাবিলে ক্ষণিক অনন্ত আনন্দে
পুলকে শিহরি উঠে গো প্রাণ ;
মূহুর্ত্তের তরে কার না পরাণে
উঠেনা অনন্ত পূরিত তান ?

মূর্চ্ছনা

অনন্ত পথের সকলি পথিক,
মানুষ শুধুই বুঝে গো ভুল—
অনন্ত মায়ায় আপনা হারায়,
কোথাও খুঁজিয়ে পায় না কূল।
ভাবে মনে মনে রবে চিরদিন
এমনি সাজানো সংসার মাঝে—
উদিবে তপন, অস্ত যাবে শশী,
হেরিবে বসিয়া সকালে সাঁঝে।
এমনি করিয়া মৃদুল পবন
বুঝিবা তাহারে সেবিবে আসি—
নয়ন রঞ্জিনী প্রাণ-প্রিয়তমা
সহাস আননে রহিবে বসি!
নাচিয়া নাচিয়া প্রাণের পুতলি
আধ' আধ' ভাষে কহিবে কথা—
ছুটিয়া আসিবে কোলেতে তাহার,
নিমিষে জুড়াবে হৃদয় ব্যথা!
কিন্তু হায়! হায়! মোহ ঘুচে যায়
যখন তাহার সাজানো সংসারে
সহসা ঘুমায় অনন্ত নিদ্রায়
কোন প্রিয়তম ফাঁকি দিয়ে তারে!

ক্ষণে ছুটে যায়   সে নেশার ঘোর,
    ভাবে মনে মনে কে আমি, কাহার ?
মায়ার প্রভাবে   আবার তখনি
    নেহারে নয়নে অনন্ত আঁধার !
এই বেলা জীব,   তাই বলি তোরে
    লুটায়ে পড় গো অনন্ত পায়—
অনন্তের বিভু   অনন্ত আশ্বাসে
    রাখিবে তোমায় চরণ ছায় !



সমুদ্র

স্থান—শ্রীক্ষেত্র, সময়—অরুণোদয়

আহা ! কি সুন্দরতম,
এ দৃশ্য কি মনোরম,
মরি কিবা প্রকৃতির লীলা নিকেতন।

পাইলে সহস্র আঁখি,
সদাই দেখিতে থাকি,
শতমুখে করি তার মহিমা কীর্ত্তন ॥

মুখেতে সরেনা ভাষা,
দেখিয়া না মিটে আশা,
যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু নীল জল।

শেষে চুমি নীলিমায়,
নীলে নীল মিশে যায়,
আহা কার রচনার অনূপ কৌশল ॥

সমুদ্র

ঊর্ম্মিমালা অগণন,
করে কি বিচিত্র রণ !
ছোট, ছোট, ক্রমে বড় আসে তীরে ধেয়ে।

কি গম্ভীর গরজন !
শুনিলে ত্রাসিত মন,
বিস্ময়ে বিহ্বল হ'য়ে থাকি শুধু চেয়ে ॥

বিশ্বে যেন' উপহাসি,
অনন্ত জলের রাশি,
হাসিয়া ফেণিল হাসি আঘাতিছে তীরে।

গ্রাসিলে গ্রাসিতে পারে,
মুহূর্ত্তে এ চরাচরে,
উপেক্ষিয়া যেন তাহা যায় ফিরে ফিরে ॥

কি রহস্য ধ'রে বুকে,
আছ তুমি কিবা সুখে,
বলহে বারিধি তুমি বল' একবার।

অস্থির তরঙ্গ ভঙ্গে,
আছ তুমি কিবা রঙ্গে,
জানিতে বাসনা বড় হৃদয়ে আমার ॥

কিম্বা তব হৃদি মাঝে,
অমূল্য রতন রাজে,
গোপন সন্ধান তার পাছে কেহ পায়

তাই বুঝি রত্নাকর,
কাঁপে হিয়া থর থর,
চিন্তার লহরীমালা হৃদে সদা ধায় ॥

অস্থির ব্যাকুল চিত,
সদা ভীত চমকিত,
ভেবে ভেবে স্ফীত তাই হৃদয় আধার।

আহা! কি কষ্টের কথা!
বাজে হৃদে বড় ব্যথা,
ভাবিলে ধনীর সুখ সংসার মাঝার ॥

আসিয়া তোমার কূলে,
গিয়াছি সকলি ভুলে,
আপন অস্তিত্বটুকু হারায়ে ফেলেছি।

তোমার বিরাট রূপে,
ডুবে গেছি ভাব-কূপে,
কি তুচ্ছ জগৎজীব! বুঝিতে পেরেছি ॥

বুঝেছি তোমার পাশ,
নগণ্য এ ধরাবাস,
পলকে যাহারে তুমি পার' নাশিবারে।

রক্ষা কর ক্ষমা দানে,
মহত্ত্ব মহৎ প্রাণে,
এখনও ভ্রমে জীব তাই এ সংসারে॥

নীচতার নিদর্শন,
হিংসা ভরা ক্ষুদ্র মন,
বিশ্বের কণ্টক যত মানব আকার।

দেখে যারে কিছুক্ষণ,
এ উদার দরশন,
সঙ্কুচিত মন তোর করিতে বিস্তার॥

ভুলে যাবি ক্ষণতরে,
কেবা তুই কার তরে?
মনে হবে কত ছোট কত ক্ষুদ্র প্রাণী।

হয়ত' ঘুচিবে ভুল,
পাইবি জ্ঞানের কূল,
অনন্ত রূপেতে মগ্ন হবে হৃদিখানি॥

মূর্চ্ছনা

বিতরি করুণা বিন্দু
জগবন্ধু সুখসিন্ধু
দেখে তাই সাগরের তমোহীন মতি।

দয়া করি শ্রীনিবাস
রচিলেন নিজ বাস,
বিরাজে অকূলে তাই অগতির গতি ॥

কোটী কোটী নারী নর
আসে হেথা নিরন্তর,
শ্রীপদ দর্শন আশে নাহিক বিশ্রাম।

কেহ হেরে জগন্নাথ,
নাহি পদ নাহি হাত,
ভক্তি নেত্রে কেহ হেরে নটবর শ্যাম ॥

যাহার যেমন দৃষ্টি,
সেরূপে সে হেরে সৃষ্টি,
কেহ ভাবে এ সংসার যেন খেলাঘর।

প্রতিমা পূজার রবে
কেহবা অস্থির ভবে,
ভক্তিপথে স্বইচ্ছায় নহে অগ্রসর ॥

হায়রে ! অভাগা যারা
নিরাকারে আত্মহারা,
জনমে জনমে শুধু হয় জ্বালাতন ।

সাকারে আকার আসে,
জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি হাসে,
অচিরে মানসে হেরে মদনমোহন ॥

অনন্ত উচ্ছ্বাসময়
এই বারিধি হৃদয়,
না থাকিলে তার এই বিরাট আকার ।

কভু কি পড়িত মনে
জগতের নাথ ধনে ?
আধার তেয়াগি বৃথা ধ্যান নিরাকার ॥

দেখ সখা এইবার
দুস্তর পাথার পার
অপরূপ মনোহর কিবা আভা ধরে ।

সহসা সে নীলিমায়
লাল রঙ কে মাখায়,
মরি কি রক্তিম রাগ শূন্য পথোপরে ॥

মূর্চ্ছনা

লাল ক্রমে মিশে যায়,
সুবর্ণ মণ্ডিত তায়,
চারিদিকে কি উজ্জ্বল মধুর বরণ।

কি এক নির্ম্মল রেখা
নীল প্রান্তে দেয় দেখা,
রাঙ্গা রাঙ্গা হাসি কিবা নয়ন রঞ্জন॥

গগনে এ ভাব সনে
সিন্ধু যেন মনে মনে
আনন্দে অধীর আরো তরঙ্গ মালায়।

নেচে নেচে যত ছোটে—
তুফানে কিরণ লোটে,
অযুত সুবর্ণ ঢেউ অপূর্ব্ব শোভায়॥

দেখিতে দেখিতে শেষে
রাঙা ছবি ওঠে ভেসে,
সুবর্ণের থালা প্রায় আধ মগ্ন থাকে।

এসে কে রূপসীবালা
যেন মেজে দিলে থালা,
হেমের কলসী শেষে উলটিয়া রাখে॥

মুহূর্ত্তে পলক পর
আবার কি ভাবান্তর !
    বারি হ'তে হেম ভাতি বিচ্ছিন্ন যেমন।

ললিত তরুণ রবি,
আনন্দ স্বরগ ছবি,
    আহা মরি নভঃস্থলে বিরাজে কেমন ॥

যেন এক লাফ দিয়ে
উদিল বিমানে গিয়ে,
    সিন্ধু যেন লুকাইয়ে রেখেছিল তায়।

পেয়ে কিছু অবসর
তাই বুঝি দিবাকর
    ক্ষিপ্র গতি শূন্য পথে পলাইয়া যায় ॥

জেগে জেগে সারারাত
রাঙা চোখে দিননাথ
    তাই বুঝি উঠেছ হে আহা ম'রে যাই !

যতনে ধারণ করে
তোমারে হৃদয়োপরে
    সাগর আবাসে হেন কেহ কিহে নাই ॥

অথবা বুঝিনু ভুল,
না পাই খুজিয়া কূল,
তাই যদি হবে তবে কেন হে ভাস্কর।—

আবার অস্তের মুখে
চলিবে সাগর বুকে,
ডুবে রবে সারা নিশি নীরব নিথর॥

ভাবি তাই মনে মনে
এ রহস্য সঙ্গোপনে
কিছুই পারিনে শেষে ভেদ করিবারে।

জগৎ রহস্যময়,
সদা সৃষ্টি, স্থিতি, লয়
রহস্য মাধুর্য্যময় অবনী মাঝারে॥

কায নাই মনোখেদে
আর সে রহস্য ভেদে,
দূরে থাক্ বিজ্ঞানের গণনার ফল।

সাধ্য কি প্রমাণ করে
বিশ্ব কি রহস্য ধরে
অপার করুণাময় বিধির কৌশল॥

এই যে উদয় রবি
পরম পবিত্র ছবি
আঁক' দেখি চিত্রকর লয়ে সুক্ষ্ম তুলি।

দূরে—দূরে—অতি দূরে—
দেখে এঁকো সিন্ধুপুরে ;
যেখানে আকাশ গেছে আপনায় ভুলি॥

ভুলে গিয়ে আপনারে
মিশিয়াছে সিন্ধুপারে
কিবা দুই বিরাটের প্রেম-আলাপন !

সেইখানে সন্তর্পণে
চিত্রিবে গো সযতনে
উছলে রজতঢেউ কিরূপ মোহন॥

কি রূপে উছলি তারা
ভাবাবেশে আত্মহারা
তরুণ তপনে দেয় স্নেহ আলিঙ্গন।

আছে কি হে চিত্রকর
হেন রঙ মনোহর
আঁকিতে এ দৃশ্যপট প্রকৃতি মতন॥

মূর্চ্ছনা

আছে কি হে তুলি তব
চিত্রিতে এ অভিনব
অতীব উজ্জ্বল ওই বারিধির দেশ ?

তীর থেকে যায় দেখা
একটানা দীপ্তিরেখা,
জলের ভিতরে কিবা কিরণ আবেশ !!

বন্ধু মোর নিরুত্তর,
ভাবে মগ্ন সে অন্তর
দেখিতেছে বিধাতার অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।

তে পলক নাই,
বসি আছে এক ঠাঁই,
মন্ত্রমুগ্ধ কিম্বা কোন্ মোহেতে অজ্ঞান ॥

আমিও আপনা হারা,
হৃদয়ে আনন্দধারা,
দেখি ক্রমে দিননাথ উঠিলেন দূরে।

আবার নূতন শোভা
জগজন মনোলোভা
ফুটিয়া উঠিল কিবা গগনের পুরে ॥



ছোট ছোট মেঘরাশি
দাঁড়াইয়া পাশাপাশি
রবির কারণে করে শয্যা আয়োজন।

পাছে তিনি ক্লেশ পান
তা দেখি কোমল প্রাণ
নীরদ রচিল শয্যা মরি কি মোহন॥

নানা বর্ণ শোভে তায়,
শ্বেত পীত নীল ভায়,
নিরুপম কি সুন্দর কিবা তার ঘটা।

প্রত্যেক রঙের পরে
অতি শুভ্র আভা ধরে,
ফেটে ফেটে ফুটে ওঠে রজতের ছটা॥

আবার ক্ষণিক পরে
চেয়ে দেখি থরে থরে
কোথা হ'তে ছুটে এলো ঘন কাদম্বিনী।

কালো রূপে অন্ধকার
সুবিশাল দেহ তার
এলো থেলো বেশে যেন শূন্য উদাসিনী॥

মূর্চ্ছনা

খণ্ড খণ্ড মেঘ সঙ্গে
আসি নানা রঙ্গে ভঙ্গে
মুহূর্ত্তে আদিত্য দেবে করে আবরণ।

শূন্যের এ সন্ন্যাসিনী
অতি ঘোর উন্মাদিনী
আচ্ছাদি রাখিল পূর্ব্ব দৃশ্য বিমোহন॥

সিন্ধু জলে ছায়া তার
দেখায় কি চমৎকার!
কোথায় রবির কর কোথা অন্ধকার।

কোথায় কিরণ মাখা
ঢেউগুলি আঁকা বাঁকা,
ছায়ার মাঝারে নীল লহরী বিস্তার॥

প্রখর সূর্য্যের করে
এ দিকে আকাশ'পরে
সে মেঘের ধারে ধারে ফুটেছে কিরণ

ক্রমে ঘুচে যায় কালি,
ধরে হৃদে জ্যোতিডালি,
প্রকাশে রজত থালি আবার কেমন॥

পাপেতে মলিন মন
থাকে যার অনুক্ষণ,
সে যদি কখনো যায় সাধু সহবাসে।

ঘুচে যায় মলিনতা,
পায় পূত পবিত্রতা,
যেমন মেঘের কালি দিনমণি নাশে॥

ক্রমে বেড়ে যায় বেলা,
ধীবর ভাসালে ভেলা
অকূলে করিতে তার জীবিকা অর্জ্জন।

শক্ত ডুরি বেঁধে তীরে
তরী বাহে অতি ধীরে,—
হেরিলে মনেতে হয় জাগ্রত স্বপন॥

ভীষণ ভ্রূকুটী ভঙ্গে
ছুটিছে লহরী রঙ্গে,
কি সাহসে বুক বেঁধে চ'লেছে ধীবর।

হায়রে! জীবিকা তরে
কি কাজ না লোকে করে?
যদিও সংসার সুখ সকলি নশ্বর॥

মুর্চ্ছনা

তরঙ্গে তরঙ্গে তরী
ধীবরে হৃদয়ে ধরি
কভু ওঠে কভু পড়ে লহরী মালায়।

গেলো বুঝি এইবার—
না দেখি সে ভেলা আর,
ভেসে ভেসে ওঠে ফের্ ওই দেখা যায়॥

সামুদ্রিক কত পাখী
জলের নিকটে থাকি
পক্ষ ভরে কভু চঞ্চু জলেতে মিশায়।

সারি সারি সার বাঁধে,
উড়ে তারা মনোসাধে,
আহার বিহার কিবা স্বাধীন ইচ্ছায়॥

প্রহর অতীত প্রায়,
এক মনে সিন্ধু ধায়,
সেই সে উচ্ছ্বাসময় তরঙ্গ নিচয়।

কি কর্ত্তব্য মনোরথে
চলে সিন্ধু কোন্ পথে
কি রহস্য ভরা তার হৃদয় নিলয়॥

শুক্তিমালা অগণন,
অযাচিত রত্নধন
ঢেউ সনে ভেসে আসে বালুকার পারে।

যার খুশী সেই লয়,
নাই তাতে বাধা ভয়,
প্রকৃতি তুষিছে সবে নিজ উপহারে॥

পুরীযাত্রী নর নারী
দাঁড়াইয়া সারি সারি
তীর থেকে দেখিতেছে বিরাট পাথার।

তার মাঝে কোন নর
ভক্তি ভাবে যোড় কর
সাষ্টাঙ্গে প্রণমে সিন্ধু রত্নের আধার॥

কেহ ল'য়ে ফুল মালা
সাজায়ে ভক্তির ডালা
না জানি কি বাঞ্ছা করি পূজে রত্নাকরে।

কেহ বা করিছে দান,
কেহ বা করিছে স্নান,
ঢেউ খেয়ে কতজন আছাড়িয়া পড়ে॥

মূর্চ্ছনা

বালক বালিকা যারা,
আনন্দে অধীর তারা
    দেখে এই প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ।

কুড়ায়ে মনের সাধে
অঞ্চল ভরিয়া বাঁধে
    ঝিনুক্ সামুক্ রাশি করিয়ে যতন॥

কেহ বা বিস্ময় মন
ব'সে আছে বহুক্ষণ
    হারায়েছে মন তার অমূল্য রতন।

সমীরণ সন্ সন্
বহিতেছে অনুক্ষণ—
    আহা কি শীতল তার অলক্ষ্য বীজন॥

বাঞ্ছা হয় মনে মনে
বসি হেথা নিরজনে
    প্রাণ খুলে ডাকি সেই বিশ্বের আধার

যাঁহার করুণা গুণে
চলে ধরা সুনিয়মে,
    যাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি অনন্ত পাথার॥

কোথা সেই প্রাণপ্রভু,
দেখা কি পাবনা কভু !
আজন্ম ভুঞ্জিব কি এ জটিল আঁধার ?

দেখা দাও দয়াময়,
দাও দীনে পদাশ্রয় !
হৃদয়েতে বড় ভয় জানিনা সাঁতার ॥

ভব সিন্ধু পারে যবে
এ দীন দাঁড়ায়ে রবে,
ত্রাস পাবে হেরি তার লহরী গর্জ্জন ।

সে সময় যেন হরি,
পায় সে শ্রীপদ-তরী
ভব কর্ণধার রূপে করিতে দর্শন !!

সেই সিন্ধু উপকূলে
হেরিতে না যায় ভুলে
কোটী সূর্য্য উদয়ের মূরতি মোহন ।

থাকিতে থাকিতে জ্ঞান
অন্ত যেন যায় প্রাণ,
প্রাণ ভরি করে যেন শ্রীপদ স্মরণ !!

মূর্চ্ছনা

উঠ সখা এইবার,
তিষ্ঠিতে না পারি আর
উত্তপ্ত বালুকা বেলা প্রখর কিরণে।

চলো শ্রীমন্দিরে যাই
জগৎ নাথের ঠাঁই,
যাঁহার তুলনা নাই এ তিন ভুবনে॥

কোটী কোটী নমস্কার
করিগো শ্রীপদে তাঁর,
যাঁহার রচিত এই সৌন্দর্য্য অপার।

লইলে যাঁহার নাম
অন্তে সুখ মোক্ষধাম,
মুহূর্ত্তে ঘুচিয়া যায় অজ্ঞান আঁধার॥



পর্ব্বত

তোমার বিরাট বপুঃ অসীম নীরদময়—
দূরে থেকে দৃষ্টিপথে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় !
শুধু নাই গরজন চকিত চপলা ছটা—
তবু কি গম্ভীর তুমি তুচ্ছ করি ঘন ঘটা
অচল অটল ভাবে না জানি গো কতকাল—
ঊর্দ্ধদিকে গতি তব ল'য়ে দেহ সুবিশাল !
হৃদি ভেদি' প্রদানিছ নির্ম্মল নির্ঝর নীর ;
অগণ্য পাদপে ধরি আছ তুমি চিরস্থির !
দেশ মহাদেশে ঘিরি রাখিয়াছ নিরাপদে—
কে বলে মেতেছ' তুমি দুর্জ্জয় মোহের মদে !
দেখে তব ভীম কায়া ধরার মানবগণ
কহে যদি হেন কথা শুধু শুধু অকারণ—
ডেকে বলি তাহাদের "দেখ্‌রে ক্ষণেক তরে
পাষাণ প্রাণেতে কিবা অমৃতের ধারা ঝরে" !



সরোবর

প্রকৃতি শোভার রাজ্যে অতি স্বচ্ছ সরোবর—
প্রদানে প্রাণের মাঝে কি আনন্দ মনোহর!
সারি সারি চারিধারে কত যে বিটপী সার
প্রতিবিম্ব সনে আহা, দেখায় কি চমৎকার!
প্রকৃতির কি সুন্দর জলময় দরপণ—
অস্থির করিছে তায় মৃদু মন্দ সমীরণ!
কম্পবান ছায়াগুলি বহুরূপে চমকিত;
কল্পিত মধুর ছবি অস্থিরেতে অস্তমিত!
মানবের হৃদি মাঝে আছে এক সরোবর—
ছয় রিপু বায়ুরূপে বহে তাহে নিরন্তর;
প্রকম্পিত তাই সদা কিছুরই ফোটেনা ছায়া;
বিটপী শ্রেণীর মত চারিধারে বদ্ধ মায়া!—
জানিনা এমন দিন হবে কি সে সরোবরে—
প্রাণেশের প্রতিচ্ছায়া ফুটিবে ক্ষণেক তরে?



আনন্দ

আনন্দ ধরেনা আহা, বিহগ কূজনে ;
অধীর আনন্দে ওই ছুটিছে নির্ঝর ;
হরষ তরঙ্গ ধায় পবনে পবনে ;
কি চির আনন্দে ধরা করিছে নির্ভর !
দূরে ওই সিন্ধুনীরে আনন্দ লহরী ;
হৃষ্ট চিত্তে কত ফুল নিরজনে ফোটে ;
পুলকেতে অলিকুল গুণ গুণ করি
কুসুম কাননে মধু মনানন্দে লোটে !
কি আনন্দে শিখি পুচ্ছ করিয়ে বিস্তার
কেকারব সনে করে কি নৃত্য মোহন ;
নবীন পল্লবে তরু কিবা চমৎকার !
পরম প্রফুল্ল চিত করিছে জ্ঞাপন !
কোকিল পঞ্চম তানে বাসন্তী নিশায়
আনন্দে কুহরে কিবা দিগন্ত ফুকারি ;
সুখে ভরা সুখতারা বিমল প্রভায়
নিশা অন্তে দেখা দেয় অসুখ নিবারি !

মূর্চ্ছনা।

আনন্দের পূর্ণচন্দ্র গগন মাতায় ;
দিবাভাগে সমুদিত সুখ দিনমণি ;
দলকে দামিনী কিবা জলদ মালায় ;
প্রবাহিনী সুশীতল আনন্দের খনি!
এ বিশ্ব আনন্দময় অনন্ত উৎসব—
এখানেতে নিরানন্দ থাকিতে পারেনা ;
মিছে দুঃখ, মিছে শোক, মিছে হাহারব !-
এ বিশ্ব ভ্রমেও বুঝি, বুঝিতে চাহেনা !
বিধির প্রধান সৃষ্টি মানবের মন ;
সে কেনরে এ ধরায় ম্লান ভাবে রয় ?
কেন শুধু নর নারী বিষন্ন বদন ;
কেন তার এত দুঃখ, দুরাশার ভয় ?
কি অভাগা তুমি নর, ভাবি তাই মনে
সবার উত্তম হ'য়ে নীচ পথে গতি ?
এ হেন আনন্দপূর্ণ—বিলাস ভবনে
তোরি শুধু হ'ল শেষ নিরানন্দে মতি !



সান্ত্বনা

উত্তাল উন্মাদ চিন্তা তরঙ্গ অস্থির
দাও সখা আঘাতিতে হৃদয়ের তীর !
নির্ম্মম নিয়তিচক্র কঠিন বন্ধন—
চিন্তা বিনা নর হৃদি প্রশান্ত কখন ?
নির্ভর করিয়া তাই বিধাতা উপর
অতি সতর্কিত নেত্রে রহ নিরন্তর !
সমুদ্র সৈকতে কিম্বা হৃদয়ের তীরে
আঘাতিয়া চিন্তা ঊর্ম্মি যায় যবে ফিরে-
অযাচিত শুক্তিগুচ্ছ করি অন্বেষণ
দেখ, যদি পাও তায় অমূল্য রতন !



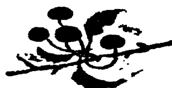
জননী

কে তুমিগো আনমনে চেয়ে আছ পথ পানে—
বিমর্ষ মলিন মুখ, বারি ঝরে দুনয়ানে ?
বিদেশ হইতে ফিরে আসিবে তনয় আজ ;
তাই কিগো ভেবে ভেবে এমন দুঃখিনী সাজ ?
আহারে নাহিক রুচি, স্বপনেতে শিহরণ ;
সদা চমকিত চিত যেন ভীত অনুক্ষণ !
অবাধ্য অজ্ঞান পুত্র, তবু তব হৃদিখানি
মাগিছে মঙ্গল তার, আহা স্নেহময়ী রাণী !
বুঝেছি গো বিশ্বমাঝে এই রূপ সর্ব্বসার
জগৎ জননী রূপ !—মা শুধু নওগো তার !



বর্ষা—প্রভাত

নিবিড় মেঘের মালা ছেয়েছে গগন ;
অবিরল বারিধারা তাহে বরিষণ !
দূরে দূরে গুরু গুরু মেঘ গরজন ;
তবুও প্রভাতী ছবি ফুটিছে কেমন !
যদিও গেলনা দেখা উদয়ের শোভা ;
সে রবি রক্তিম ছবি অতি মনোলোভা ;
তথাপি সে মেঘ ভেদি' প্রভাতী কিরণ
প্রভাব জ্ঞাপন করে ছায়ার মতন !
জগৎ ব্যাপিয়া যিনি শক্তির আধার—
তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ মেঘের আঁধার !

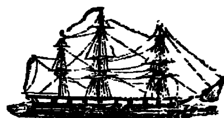


ক্ষুদ্র হৃদি

অনন্ত বারিধি বক্ষে
অস্থির তরঙ্গ মালা।
অসীম গগন হৃদে
রতন নক্ষত্র ঢালা।
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড কেন্দ্রে
ছুটিতেছে গ্রহ তারা।
ভেদি কত হৃদিশিলা
নির্ঝর আপনা হারা।
সীমাহীন শূন্যে ধায়
উচ্ছ্বসিত সমীরণ।
ধরিত্রী হৃদয় মাঝে
কি যাতনা ভূকম্পন!
স্বভাবের রঙ্গ যদি
অনন্ত রহস্য মেলা—

ক্ষুদ্র হৃদি

কাতর হ'ওনা নর,
"ভাবনা" বিচিত্র ভেলা !—
ক্ষুদ্র হৃদি ভাব যারে
সে কখনো ক্ষুদ্র নয় ;
তা' হ'লে কি তার মাঝে
অনন্ত ভাবনা রয় ?



অভাব

ঝর ঝর ঝরিতেছে
কত সুধা নির্ঝরিণী ;
কুলু কুলু বহিতেছে
শত সুখ স্রোতস্বিনী ;
মধুর মৃদুল কিবা
সঞ্চরিছে সমীরণ ;
দগ্ধ তাপে জলদের
অতি স্নিগ্ধ বরিষণ !
সারি সারি বিটপীরা
শ্যাম ছায়া করে দান ;
প্রেম স্নেহে আত্মহারা
ভালবাসা ভরা প্রাণ !
রত্নময় রত্নাকর
ঊর্দ্ধে নীল চন্দ্রাতপ ;—
কোটী কোটী তারা তায়
কত কাল করে জপ !

অভাব

কুঞ্জে কুঞ্জে ফুটে উঠে
অযাচিত কত ফুল!
মায়ার মোহিনী মন্ত্রে
মুগ্ধ মনে মহাভুল!
না চাহিতে কত পাখী
করে কি ললিত গান—
রোমাঞ্চিত কলেবর
ভাবিলে পুলক প্রাণ!
প্রকৃতির অযাচিত
বিশ্বে কি উদার দান—
কি অভাবে ওরে নর,
তবু তুমি এত ম্লান?



দর্পণ

কি মহা কর্ত্তব্য ল'য়ে ছুটে ছুটে একাকিনী
ভ্রমিছে ধরণী বক্ষে সুশীতল প্রবাহিনী !
সুন্দর বিটপী শ্রেণী সারি সারি অগণন
পত্র পুষ্প সহ করে শ্যাম ছায়া বিতরণ !
উন্নত উদার গিরি পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া
এ বিশ্বের চারিধারে আছে দেখ দাঁড়াইয়া !
যে কর্ত্তব্যে সমীরণ বহিতেছে ধীরে ধীরে ;
আপনি ফুটিছে ফুল, পাখী গায় শাখী শিরে ;
দিনমণি পরকাশে, চন্দ্র কলা পূর্ণ হয় ;
বিরাজে গগন হৃদে অনন্ত নক্ষত্র চয় !
সুনিবিড় নবঘনে চকিত চপলা হাসি ;
ঢালে কি সুষমা আহা নিশার নীহার রাশি !
অস্থির তরঙ্গময় উথলিত পারাবার
অসীম রহস্যপূর্ণ কর্ত্তব্য জানায় তার !
সজল জলদ জাল, কে বল বলিতে পারে
কি উচিতে বাঁধা রয় কুলিশকুলের হারে !

অবারিত প্রকৃতির শোভনীয় বক্ষোপরি
বিরাজে কর্ত্তব্য যেন অসীম মহিমা ধরি !
ভাবি তাই মনে মনে—কে তুমি অভাগা নর
বুঝিতে ধর্ম্মের তত্ত্ব কোথা ধাও নিরন্তর !
থাকিতে সুগম পথ বল তবে কেন আর
হেরিতেছ চারিধারে সন্দেহের অন্ধকার !
বেদ বিধি পুরাণেতে সন্দেহ বর্দ্ধিত হয় ;
আছে সে পুরাণ কত শুধুই কল্পনাময় !
তাই বলি বুঝে এই প্রকৃতির সূক্ষ্ম মর্ম্ম
পালন করহ সবে আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম !
প্রকৃতির মত দাও স্বার্থ আগে বলিদান ;
তেমতি উদার ভাবে রাখগো নিজের প্রাণ !
কর্ত্তব্য পালন আর পুণ্য পর উপকার
এই বুঝি উচ্চতম সকল ধর্ম্মের সার !
শুধু যত কর্ম্মফল সমর্পিয়া বিভুপদে
ভাসাইয়া রাখ দেহ এ ক্ষণ জীবন নদে !



ভালবাসা

"যার নাম ভালবাসা তারি নাম পূজা"

রবি

পূর্ব্বরাগ

পূর্ব্বাকাশে পূর্ব্বরাগ
রক্তিম বরণ ;
জলদ বর্ষণ মুখে
চপলা স্ফুরণ ;
বসন্তের আগমনে
কোকিল কূজন ;
বন্ধুত্ব বন্ধন পূর্ব্বে
স্নেহ আলাপন ;
পূজিবার পূর্ব্বরাগ
পুষ্পের চয়ন ;
আশাগ্রে তৃষিত যথা
কামনা নয়ন ;—
ভালবাসা পূর্ব্বরাগে
আমারও তেমন
হারায়ে গিয়াছে মন,
—হৃদয় রতন !

ভালবাসা

বাসিবে বলিয়া বাসিনেকো ভালো,
রাখিনে কিছুই আশা ;
আপনি অনলে ঝাঁপায়ে প'ড়েছি,
আকাশে বেঁধেছি বাসা !
অকূলের কূলে তরঙ্গ রোধিতে
দিয়াছি বালির আল্—
আদরে আরাধি রেখেছি শিয়রে
সজাগ শমন কাল !
মরমে মরিয়া দিয়াছি দহিতে
অনিত্য দেহের সাজ ;
নয়ন সলিলে তিতিয়া সতত
দুঃখের হ'য়েছে লাজ।
সহিতে সহিতে শিখেছে বহিতে
পাষাণ হৃদয় মোর—
তবুও শুধাতে চাহিনে কখনো
এ কেমন প্রেম-ডোর ?

মরত মাঝারে ভাবের বাজারে
কতই বিপণী সার—
নয়নে হেরিয়া নায়ক নায়িকা
কিনিছে প্রণয়-হার !
অথবা লুকায়ে যে ভালো বেসেছে—
সে জন পড়েছে ধরা ;
সাগর সকাশে ছুটেছে তটিনী—
আকুল হৃদয়ঝরা !
ফুলেতে ফুলেতে পবন পরশে
পড়েছে গোপনে ঢলি—
নিশার শিশিরে নীরবে আঁধারে
ফুটেছে কতগো কলি !
অনিল তখনি ক'রেছে প্রচার
সুবাস, কুবাস, তার ;
পিরিতি কখনো গোপন রহেনা
জগৎ বুঝেছে সার !
আমিবা কেমনে লুকায়ে রাখিব—
বেসেছি যাহারে ভালো—
গুণের গরিমা শুনিয়ে শুধুই
হৃদয়ে প্রেমেরি আলো !

জানিনা কোথায় বসতি তাহার—
তবু কি বাঁধনে বাঁধা ;
তাহারি সুরেতে মরমের তার
আপনি রয়েছে সাধা !
না দেখে যাহারে এতই ম'জেছি,
দেখিলে রবে কি প্রাণ ?
প্রেমময় বিনা এ প্রেম সঙ্কটে
কে মোরে করিবে ত্রাণ !



ভালবেসে

ভালোবেসে কে কবে রে চিরতরে গেছে ভুলে ?
অমৃত ফলের তরু উপাড়ি কে ফেলে তুলে ?
কে কবে রে স্বইচ্ছায়
মাণিক দ'লেছে পায় ?
অযতন করে কেবা নব বিকসিত ফুলে—
ধ'রে এনে বনপাখী শিকল কে দেয় খুলে ?

এত যে মমতা হীন সে কেনরে বেঁচে থাকে ?
এতই খেয়াল যার সে কেন হৃদয় রাখে ?
তাহারে বিশ্বাস নাই
সে যদি পুড়িয়া ছাই ;—
চোলে যাক্ সেই জন নরকের কুম্ভীপাকে—
এমন গৃধিনী কেন বসেরে সংসার শাখে ?

মূর্চ্ছনা

ভালোবাসা কথা দুটী তা বোলে কি এত হীন !
না কাঁদিতে শিখে ভবে বাজাবি কি হৃদিবীণ !
এ নহে সাধের খেলা
নিদ্রায় স্বপন মেলা
এ নহে জলের লেখা মুহূর্ত্তে হইবে লীন ;
এ নহেরে সরোবরে সামান্য সফরী মীন !—

কত জন্ম তপস্যায় হৃদে ভালোবাসা আসে,
কত যুদ্ধে মানি হার প্রাণ পড়ে প্রেম ফাঁসে ;
কত জন্ম করি যোগ
রাজা লভে রাজভোগ ;
প্রেমময়ী কত রাণী সেধে সেধে ভালোবাসে—
হৃদি হীন কি বুঝিবে ভালোবাসা কিবা আশে !

কি বুঝিবে কাম অন্ধ মুগ্ধ যেবা বাসনায়—
মন-মৃগ কাম-শরে ব্যস্ত যার তাড়নায় ?
ছাগ বংশ কোন্‌খানে
ভালোবাসা বোঝে প্রাণে ?
বলিদানে প্রাণ সঁপে—নিজ রিপু মত্ততায় ;—
সে জানে কি ভালোবাসা রাজে কোন্ মহিমায় ?

জলদে জলদে মিশি ছুটে যায় গগনেতে ;
তবু তারা প্রাণ রাখে চপলার দহনেতে !
শত বজ্রাঘাত বুকে
তবু তারা মনো সুখে
ভালোবেসে গ'লে যায় ফোঁটা ফোঁটা বরণেতে—
তপ্ত ধরা সুশীতল তবু সেই মরণেতে !

ভালোবেসে ভোলা দায়—এ কথা প্রেমিকে জানে !
যেবা দক্ষ যে বিজ্ঞানে আলো তার সেইখানে !
যাতে যে পেয়েছে রস
তাহে সেগো চির বশ—
আজো রাধা কাঁদে ওই ব্রজনাথ গুণ গানে !—
সে প্রেম মাধুরী ছবি আজো জাগে কত প্রাণে !

মদন মোহন করি প্রবৃত্তি বিদায় দিয়ে
শ্যাম তরু আজো রাজে রাধা লতা জড়াইয়ে !
যোলোশো গোপিনী সতী
আজো ফে'লে পুত্র পতি
মহারাসে ঢল ঢল অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়ে !
কণ্টকিত কলেবর রাধাকৃষ্ণ নিরখিয়ে !

মূর্চ্ছনা

এখোনো সে ভালোবাসা ভোলে নাই ব্রজবালা—
যুগল প্রতিমা অঙ্গে আজো দেয় বনমালা !
কোন্ জাতি বিশ্ব কবি
আঁকিবে এমন ছবি
প্রবৃত্তি—নিরোধ পথে—হেন ভালোবাসা ঢালা ?
কালা হেরে আঁখি ঝুরে দূরে যায় ভব জ্বালা !



চুম্বন

Philosophy of Kiss

অলক্ষ্যে শিশির বিন্দু চুমিতেছে ফুলরাশি ;
জোছনা চুমিছে সিন্ধু কি আনন্দে হাসি হাসি !!
সিন্ধুও অধীর ভাবে চুমিছে বালুকা বেলা ;
নির্জ্জনে নির্ঝর ঝরে চুমিতে হৃদয় শিলা !
চুমিতে সুনীল শূন্য গিরিবর আত্মহারা ;
চুমিতে ধরণী বক্ষ ঝরিছে শ্রাবণ ধারা !
জননী আপনা হারা চুমিতে সন্তানগণে ;
চকিতে চপলা চুমে চারু নীল নবঘনে !
কে তুমি অধরে নাথ দিয়েছ' এমন সুধা ?
প্রণয়ীর চুম্বনেতে মিটে যায় প্রেমক্ষুধা !
তুষার চুম্বনে বুঝি পাষাণও গলিয়া যায়—
তপত চুম্বনে কত হৃদয় পাগল প্রায় !
কে বলেরে আছে ধরা শুধু মধ্য আকর্ষণে ?—
আমি দেখি বাঁধা ধরা প্রণয়ের সে চুম্বনে !!

আলিঙ্গন

লতিকার আলিঙ্গনে বদ্ধ কত তরুগণ ;
তরুও প্রসারি শাখা চায় কার আলিঙ্গন !
ছুটে এসে সমীরণ বিকম্পিত করি তায়
স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে যেন তুষিতেছে সে সবায় !
ছুটিতেছে প্রবাহিনী সিন্ধু আলিঙ্গন আশে ;
সিন্ধুও গগনে যেন বাঁধিয়াছে ভুজপাশে !—
সমুন্নত গিরিবর শূন্য করে আলিঙ্গন ;
ঘন ঘন নবঘনে কিবা প্রিয় সংযোজন !

কে তুমি গো প্রেমময় বল কিবা প্রেম দিয়ে
অনন্ত প্রেমেতে বিশ্ব রাখিয়াছ সাজাইয়ে !
উদার অমেয় নাথ তোমার প্রেমের ধারা—
কিবা প্রিয় আলিঙ্গনে গগনে গ্রথিত তারা !
যে যাহার প্রাণাধিক তারি আলিঙ্গন আশে
ভ্রমিতেছে নর নারী এ ক্ষণিক ধরাবাসে !

বলোনা বিজ্ঞান আর ভ্রমে ধরা শূন্যপানে—
সে যবে আবদ্ধ এক মহা আলিঙ্গন দানে !

চির-যৌবন

ছুটিছে ধরার বুকে নদ নদী মনোসুখে
ঢল ঢল ভাবে তার যৌবন বিকাশ ;
ফুটিছে লতার শিরে কত ফুল অনাদরে ;
পরিমল করে তার যৌবন প্রকাশ !
অভ্রভেদী গিরিশির যৌবন গরবে স্থির
টলেনা টলেনা কভু ভীম প্রভঞ্জনে ;
জলদে যৌবন ছোটে, চমকি চপলা ফোটে ;
দুরু দুরু করে হৃদি ঘন গরজনে !
নির্জ্জনে নির্ঝর ঝরে পাষাণ হৃদয় পরে
ছুটে যায় পাগলিনী যৌবন নেশায় ;
অসীম সাগর মাঝে উন্মত্ত যৌবন সাজে
অধীর উচ্ছ্বাস তার তরঙ্গ মালায় !

মূর্চ্ছনা

গগনে তারকা মালা সাজায়ে যৌবন ডালা
কার পথ চেয়ে চেয়ে জাগে সারা নিশি ?
পূরণিমা বিধুমুখ হেরিলে উথলে সুখ ;
যৌবন জোছনা ভরা কিবা দশদিশি !
এ নিখিল চরাচরে অগণিত সরোবরে
যৌবনেতে ঢল ঢল শত শতদল ;
উষায় প্রাচীর গায় তরুণ তপন ভায় ;
যৌবন জোয়ারে নাচে সুরধনী জল !
নিশীথে বিমান পথে "যৌবন" ভ্রময়ে রথে ;—
ঝিঁ ঝিঁ গায় ঝিঝিটেতে যৌবন রাগিণী !
দিগম্বরী দিগঙ্গনা যৌবনে বিহ্বলমনা ;—
অনন্ত যৌবনে মগ্না সুখ ধরাখানি !
মরতে মধুর মেলা যুবক যুবতী খেলা—
তরুণ তুফানে ভাসে আনন্দ পাথারে !
বিহ্বল কামিনীকান্ত যৌবনে সকলি ভ্রান্ত
আবেশের আলিঙ্গনে সুখেতে সাঁতারে !
হিমাচলে ধবলার অপরূপ বেশ তার ;
যৌবন নীহারে ঢাকা পাষাণ হৃদয় !
তরুণ অরুণ করে কি উজল বেশ ধরে
মনে হয় সেই যেন ত্রিদশ আলয় ।

নিশার শিশির নীরে কাননেতে ধীরে ধীরে
যৌবন উথলি পড়ে আহা মরি মরি!
চির শোভাময়ী ধরা কি যৌবনে মাতোয়ারা;
তাই বুঝি থেকে থেকে উঠেগো শিহরি!
চির যৌবনের ভারে সুস্থির থাকিতে নারে
কুপিত কখন তাই ঘন কম্পবান!
অনন্ত বিভবানলে কার না হৃদয় টলে?
অগণ্য প্রমাণ তার বিশ্বে বিদ্যমান!
আপনি মলয় এসে সঞ্চারিছে দেশে দেশে
চির নব যৌবনের সুমৃদু হিল্লোল!
পাখী গায় শাখী'পরে মধুর সুতার স্বরে;
যৌবনের কিবা এক আনন্দ কল্লোল!
মরি মরি মনোরম কি সৌন্দর্য্য অনুপম
বসন্তের সমাগম ঋতুর যৌবন!
কে বলেরে ধরাধামে "যৌবন" শুধুই নামে
ক্ষণিকের ভোগ শুধু অলীক স্বপন!
ভুলেছে সে এ সংসারে,— ভাবের পাথার পারে
ক্ষুদ্ধ হৃদি পারে নাই দিতে সন্তরণ;
কোথায় যৌবন বেশ, কোথা তার দশা শেষ,
কোথায় হ'য়েছে তার অনন্ত শয়ন?

মূর্চ্ছনা

ওই যে শিশুর মুখে আধ হাসি ফোটে সুখে—
নাহি কি লুকানো তায় সে চির-যৌবন ?
জরায় ত্যজিলে কায়া, যৌবনের প্রতিচ্ছায়া
আত্মজে বিকাশ রয় আমরি কেমন !
জগতে কিছু না যায়, রূপান্তর সমবায়,
প্রকৃতি পুরুষে সদা বিরাট রমণ !
চির আনন্দের মেলা কায়া বিনিময় খেলা,
চির-যৌবনেতে ধরা সতত মগন !



আশা

চাতক রেখেছে আশা নবঘন দরশনে।
নবঘন আশা পায় ক্ষণপ্রভা পরশনে॥
ক্ষণপ্রভা আশারাশি মেঘে করে গরজন।
ধরণী পেতেছে বুক আশা করি বরিষণ॥

কত যে অজানা আশে ফুটে কত ফুলচয়।
কে গণনা রাখে তার কেবা সে সন্ধান লয়॥
কে তুমি গো প্রেমময় দিয়েছ’ এমন আশা।
যাহার মহিমা নীরে ভাসে সুখ ভালবাসা॥

আহা! এই বিশ্ব মাঝে এ অতি উদার দান।
আশায় র’য়েছি বেঁচে আশায় যাইবে প্রাণ॥
আশায় শুখাবে সিন্ধু মরুতে বহিবে ঝরা।
আশার মোহিনী মন্ত্রে মুগ্ধ সসাগরা ধরা॥

এ দেখি প্রত্যয় মনে সাহসে বলিতে পারি।
ধরার যে স্থল ভাগ সে টুকুও আশা বারি॥

বিরহ

যাহার লাগিয়া জনম ভরিয়া
পুষিনু হৃদয়ে সাধ ;
বলোগো সে জন দিবে কি বেদন
সে সাধে সাধিবে বাদ ?
রতন আসনে, হেমের বাসনে,
সাজানু যেখানে ভোগ ;
মরম দহিয়া কে নিল' হরিয়া,
ভাঙ্গিল এমন যোগ !
বারিধি ভাবিয়া ছুটিয়া যাইনু,
মিলিল না ফোঁটা জল ;
ফল ভরে নত নবীন তরুটি
দিল না আশার ফল !
ভাবিয়া ভাবিয়া জনম গেল গো,
ছুটিল আঁখির লোর ;
সাধের স্বপন দেখিতে দেখিতে
রজনী হইল ভোর !

বিরহ

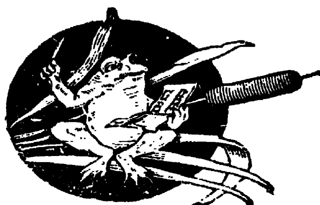
ফুল না ফুটিতে শুখালো লতিকা,—
কেন গো মালার কথা ?
টুটেছে সকলি, ছিঁড়েছে বাঁধন,
পেয়েছি অনেক ব্যথা !
মেঘের রেখাটি নাহিক আকাশে,
সহসা অশনি হানে ;
কত কত কাল সহিব বলোগো
এরূপ ভগন প্রাণে ?
আর যে সহেনা দীরঘ বিরহ,
ওগো সাধনার ধন !
মিলনের সাধে সেধোনাকো বাদ,
করেছি জীবন পণ !



তারে মনে হয়

দূরে দূরে অতি ধীরে
দাঁড়াইয়া সিন্ধু তীরে
হেরি যদি তরঙ্গের ভ্রুকুটী নিচয়—
সে আমার সাথী,—তবু তারে মনে হয়!
দুর্গম গহন বনে
ভ্রমি যদি নিরজনে,
শ্বাপদ সঙ্কুল স্থানে ভীতি উপজয়!
সে ছাড়া তবুও নই, তারে মনে হয়!
হেরিলে সে চিরস্থির
অভ্রভেদী গিরিশির
মুহুর্ত্তের তরে প্রাণ ভাবে মগ্ন রয়!
দলকে দামিনী মত তারে মনে হয়!
ভ্রমি যদি দেশে দেশে
হতাশ উদাস বেশে,
কে যেন পিছনে এসে কাণে কাণে কয়—
"আমি তোর চিরসাথী!"—তারে মনে হয়!

ভাবিয়া দেখিনু তাই
সে বিনা উপায় নাই,
ভালবেসে শেষে ভোলা বিষম প্রলয় !
ভুলি ভুলি এই ভুলি, তারে মনে হয় !
সেই স্বর্গ, সেই আশা,
সুখ স্মৃতি ভালবাসা,
পবিত্র পীযুষ প্রেম অনন্ত নিলয় !
প্রাণাধিক ছবি—তাই তারে মনে হয় !



স্বভাব

জ্বলন্ত পাবক শিখা
পতঙ্গে ভুলায় !
ফুটন্ত ফুলের বাস
ভ্রমরে মজায় !
এক ফোঁটা কালো মেঘ
চাতকে ছুটায় !
মরুভূমে মরিচিকা
পথিকে ধাঁধায় !
রূপের আগুনে নর
আপনা পোড়ায় !
বাঁশী তানে মৃগ ফাঁসী—
পরায় গলায় !
সকলি স্বভাব দোষ—
স্বভাবে করায় !
আমার কি অপরাধ
ভালোবাসি তায় ?

স্মৃতি

এখনও আছে এ জীবন ;—
স্তিমিত প্রদীপ প্রায়   এখনো জলিছে হায়
ভগ্ন শীর্ণ হৃদি মাঝে সদা সর্ব্বক্ষণ !
এখনো এখনো তায়   প্রাণ বায়ু আসে যায় ;
ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস আজো হয়গো পতন !
এখনও আছে এ জীবন !

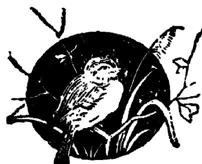
স্বপনের মত তায়
আছে সুখ স্মৃতি আশা,   আছে আছে ভালবাসা,
ভাসা ভাসা আবছায়া কাহারো বদন ;
সলাজ নয়ন কার   কার গাঁথা ফুলহার
এখনো পঞ্জরে আঁকা চিত্রের মতন ;—
দেখ' করি উন্মোচন !

দেখিতে দেখিতে আজ
কেটে গেছে যুগ বর্ষ,   কত সুখ কত হর্ষ,
কত ঘাত, প্রতিঘাত, আত্ম বিসর্জ্জন ;
কত মান অভিমান,   বিরহের অভিযান
এ ভগন হৃদি পথে ক'রেছে গমন !
—কত সহেছি বেদন !

উন্মুক্ত প্রকৃতি বক্ষে
চাহিয়া আকাশ পানে   আবেশে বিহ্বল প্রাণে
কত কি অতীত কথা ক'রেছি স্মরণ ;
হৃদয় আকাশ মাঝে   আজো থরে থরে সাজে
সে সকল স্মৃতিগুলি তারার মতন—
নিভ নিভ নিষ্প্রভ যেমন !

শুধায়োনা আর কিছু ;—
জাগায়োনা সুপ্ত স্মৃতি,   যতনে ধরেছি ধৃতি
নিভায়েছি বহু ক্লেশে মর্ম্ম হুতাশন ;
খেদে আর কাজ নাই,   এ বড় কঠিন ঠাঁই,
ফিরেও পাবনা আর অভাগার মন !—
তবে কেন অকারণ ?

যেতে দাও শান্ত মনে—
দুরন্ত কালের পানে   এই তপ্ত দগ্ধ প্রাণে ;—
এই শেষ এই সাধ ওরে প্রাণধন !
ভালবেসে নিছি কিনে   অবশিষ্ট কয়দিনে,—
আপনি আপন চিতা ক'রেছি গঠন !
ইচ্ছাধীন আমার মরণ !!—



শ্রীমতী

সখি,—

কেমনে ভুলিব তারে বল্ ?
ভুলি ভুলি মনে করি
ভুলিতে নয়নে ঝরে জল !
কভু কভু মনে হয় ,—
দুটী করে চাপি হৃদিতল
ভুলিতে যতন করি ;
—যাতনা সহেনা একপল ।
(তবে) কেমনে ভুলিব তারে বল্ ?
(তায়) সখি সুনীল গগন হের'
অভাগীর আঁখি পাশে !
বঁধুয়া কানুর রূপ রাশি
নিশি দিন পরকাশে !
যমুনার নীল বারি সই,
নিয়তই স্মৃতি পথে ভায় ;
কি বিধুর রূপের তরঙ্গ
কানুর বরণে শোভা পায় !

(সখি) মনে পড়ে আরও কত
নব নব শোভা নবঘনে!
চারু ধড়া পীতবাস
শ্যাম মম বঙ্কিম নয়নে!
রাধা সুরে বাঁধা বাঁশি
হৃদিতানে সদা সই সাধে;
রাধা, রাধা, রাধা শ্যাম—
ক্ষণে ক্ষণে প্রাণ সদা কাঁদে!
কালাচাঁদে যেই হৃদি সই,
আলো ক'রে মজায়েছে প্রাণ-
ভুলিব' ভুলিব' ক'রে সখি,—
বৃথা তার গর্ব্ব অভিমান!
ভুলি কথা মনে হ'লে হায়,
আঁখি যেথা বর্ষে শুধু জল;
শুধাই মরমসখি তোরে,
কেমনে ভুলিব তারে বল?



পতিপ্রাণা

আসিয়াছে প্রাণপতি—হৃদয় রতন ধন ;
বিকায়েছি যার পায় জীবন যৌবন মন !
হৃদয় আকাশে মম সে যে সুখ ধ্রুবতারা—
জীবন জুড়ানো ধন শান্তির অমিয় ধারা।
ওগো "লজ্জা" ! ক্ষণকাল ত্যজ মোরে পায়ে ধরি
এমন প্রাণের নাথে দেখি, দেখি, প্রাণ ভরি।
পলকে হেরিয়া তারে বিকল হ'য়েছে মন ;
শুধু লজ্জা ! তোমা তরে দিতে নারি আলিঙ্গন !
সরমে মরম টুটে—মুখে কথা না জুয়ায়,
রাখিতে তোমার মান—প্রাণ আর নাহি চায় !
এত বলি পতিপ্রাণা ধেয়ে যায় পতি পাশ ;
মনে করে কথা কই, সরমে জড়িত ভাষ।
কণ্টকিত কলেবর প্রাণপতি দরশনে
লজ্জায় আনতমুখী,—ফিরিল নিরাশ মনে।
আবার সরমে করে যথোচিত তিরস্কার ;
তবুও রক্তিম গণ্ড লাজমাখা চমৎকার !
কবি বলে, বিধুমুখি এ লজ্জা যাবার নয় ;
স্বভাবে অভাব হ'লে শোভা কিছু নাহি রয় !

সতীত্ব

সমস্ত সৃজিয়া বিধি গঠিলা রমণী ;
দয়া, মায়া, প্রেম, স্নেহে ভুষিলা তাহায় ;-
গৌরব মুকুট মণি দিলা তার শিরে—
জগৎ জননীরূপে ভ্রমিতে ধরায় ।
তুলনা না রাখি তার এ মহীমণ্ডলে—
অপার করুণা কণা করি বিতরণ
দিলা বিধি রমণীরে অতি সযতনে
অমূল্য সতীত্ব নিধি সাধনার ধন !
রমণীরে ! হও তুমি ভিখারিণী, কিম্বা
নীচ কুলোদ্ভবা কুৎসিতা রূপিণী ;
ক্ষতি কিবা তায় ? তবু তুমি গরবিণী,
পূজিতা সংসারে ; যদি বিধি-দত্ত-ধন
অমূল্য সতীত্ব রত্নে না হও বঞ্চিতা !
কি ছার সে রাজরাণী শোভে রাজোদ্যানে
পরিমলহীনা তুচ্ছ কুসুমের প্রায় ?
অথবা সুরূপা নারী কি শোভা তাহার
যদি নাহি থাকে তায় সতীত্ব সৌরভ ?

এখনো যতেক পাপে কলুষিত ধরা
সুগভীর পাপ পঙ্কে, মানব সমাজ
যতই এখনো কেন থাক্ নিমগন ;
তথাপি সতীর এক আদর্শ সতীত্বে
আজো এসে রবি, শশী, উজলে ভুবন
তাই বলি রমণীরে ! হেলায় স্বেচ্ছায়
হারাওনা কভু এই বিধি দত্ত ধন
অক্ষয় অমূল্য নিধি "সতীত্ব রতন" !



সতর্কতা

দেখিয়াছি নবঘনে চমকিতে ক্ষণে ক্ষণে
চপলিনী চপলার সে রূপ মোহন ;
শুনিয়াছি তার সনে কি গম্ভীর গরজনে
নিনাদি কুলিশকুল হয় গো পতন !
এমন রূপের রাশি দিগন্ত উজল হাসি—
কিন্তু শেষে বিজলীর গুণ ভালো নয় !
ক্ষণিক রূপের ফাঁদে মন প্রাণ যদি বাঁধে—
অশনি আঘাত তাহে জানিবে নিশ্চয় !



পরিণাম

একদা নিশীথ কালে ঘন অন্ধকারে
চকিত চপলা ভাতি মেঘে দেখা যায়!
সুদূর গগন হৃদে ভীষণ আকারে
সুনিবিড় মেঘমালা অতি দ্রুত ধায়!
প্রবল প্রচণ্ড ভাব প্রকাশি পবন
সন্ সন্ ছুটিতেছে বাতুলের প্রায়!
আঘাতে তাহার আহা উচ্চ বৃক্ষগণ
ব্যথিত মথিত যেন' যথায় তথায়!
হেন কালে জলদের হৃদয় মাঝারে
ঘন ঘন, দুরু দুরু ভীম গরজন!
দেখিতে দেখিতে ক্ষণে সে ঘোর আঁধারে
বৃষ্টিধারা রূপে তার ঝরিল নয়ন!
বুঝিবা সে ভালবেসে বুকে ধরে যা'য়—
সে বিজলী এ সময় করে অযতন!
চমকিয়া চারিদিক চপল প্রভায়
করেরে বারিদ বক্ষে অশনি হনন!

পরিণাম

ছুটিল প্রবল ধারা মেঘের নয়নে ;
অজস্র প্রেমাশ্রু তাই করে বরিষণ !
ভালবেসে বুকে রেখে "বিজলী কিরণে"
পরিণাম হৃদিভেদী অশনি পতন !!



প্রবাসী বন্ধুর প্রতি

দূরেতে গরজে মেঘ, শোনে তাহা ধরাবাসী ;
কত দূরে দেখে সবে চকিত চপলা হাসি।
কত দূরে থাকে চাঁদ, তবু তার জোছনায়
কত হৃদি কত ভাবে কোথা যেন ভেসে যায় !
অনন্ত দূরেতে থাকি কত শত ক্ষুদ্র তারা
বিতরে মলিন রশ্মি কি অপার স্নেহে হারা !
উথলিত সিন্ধু বারি দূর বেলা ভূমে লোটে ;
কত দূরে নির্ঝরিণী পাষাণ ভেদিয়া ছোটে !
কিন্তু আহা প্রেমময় অপার দয়ায় তাঁর,
মানবে দিয়াছে "মন" এত উচ্চ উপহার !
তাহার প্রসাদে কাছে সবি করি অনুভব—
অমূল্য রতন মন স্বরগের সুবিভব !
ভাবি তাই তুমি সখা, কে বলিবে দূর পথে ?
চির বিরাজিত যেবা থাকে প্রিয় মনোরথে !

অভিন্ন হৃদয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্তের ইউরোপ ভ্রমণকালে এই কবিতাটি তাঁহাকে প্রেরিত হয়।

সুখ-রহস্য

আকুল এ অন্ধ মন ভ্রমিতেছে সুখ আশে ;
অন্বেষণ করে সদা কোথা সুখ ধরাবাসে।
রূপ দেখে ভুলে যায়, গুণ ভেবে মুগ্ধ হয় ;
স্নেহে কভু মাতোয়ারা, ভালবেসে কত সয় !
ধরম করম ভুলি অর্থ করে উপার্জ্জন ;
অনন্ত অতৃপ্তি ল'য়ে যুঝিতেছে অনুক্ষণ।
জীবন সরসী নীরে সুখের কল্পনা রাশি—
কণ্টক বেষ্টিত যেন কমল র'য়েছে ভাসি !
অন্ধ মন সে কমল তুলিতে যেমন ছোটে
মৃণালী কণ্টকগুলি মরম মাঝারে ফোটে !
তখন ফিরিয়া চায়, সময় থাকেনা আর ;
যুগ বর্ষ কেটে যায়, থাকে শুধু হাহাকার !
চেতনা তখন হয় এ ভবে অনিত্য সুখ ;
ক্ষণিকের ভোগ শুধু ক্ষণ পরে মহাদুখ।
অন্ধ মন তবু ভাবে মোর চেয়ে অন্যে সুখী,
কিন্তু হায় ক্ষণসুখে সকলেই মহাদুখী !

ক্ষণিক

ওই ফুট্‌লো কুসুম রাশি—
ক্ষণে ঝ'রে গেল' !
নিমিষেতে চাঁদের হাসি
কোথা বিলীন হোলো !
এই দেখ্‌ছি রবির করে
মাটী ফেটে যায় !
ক্ষণিক্‌ পরে ঝর্‌ ঝরিয়ে,
জলের তুফান ধায় !
সাগর কুলে ঢ'লে ঢ'লে,
প'ড়্‌ছে লহর মালা ;
ক্ষণেক পরে চেয়ে দেখি
ফেণিল হাসি ঢালা !
মেঘের পাশে থেকে, থেকে,
ক্ষণিক ক্ষণিক প্রভা ;
নব নব ঋতুর বুকে
ক্ষণস্থায়ী শোভা !

ক্ষণিক

এই দেখ্‌ছি হাস্‌ছে যে জন,
ক্ষণিক্ পরে কাঁদে ;
কে র'চেছে এমন ধরা
ক্ষণিক্ সুখের ফাঁদে !
বলিহারী সৃজন তাঁহার,
ধন্য মোহন মায়া !
অনল পাশে শীতল অনিল,
আলোর সাথে ছায়া !
ক্ষণ ভঙ্গুর দেহের মাঝে
প্রেমে ভরা হিয়া ;
আপন ভুলে নিজের হৃদয়
পর্‌কে স'পে দেওয়া !
এই ক্ষণিকের দেখাদেখি,
তাতেই অতুল প্রেম !
ক্ষণেক তরে আদর স্নেহ ;
সোহাগ শিশির হেম !
আহা মরি কোন্ সে বিধি,
এই ক্ষণিকের মাঝে—
সাজিয়েছে এ ধরাখানি
কতই মধুর সাজে !

এই ক্ষণিকের চোখের দেখা
তাতেই কত কথা !—
তাতেই কত সুখের আশা ;
কি প্রাণান্ত ব্যথা !
ধন্য তোমার মায়ার বাহার
ধন্য তোমার খেলা !
কি উদ্দেশ্য কে বুঝিবে
কাট্‌ছে জীবন বেলা ?
সবি যদি ক্ষণেক তরে,
তাই বলিগো বিধি !
এক্ লহমা দাওগো দেখা
হ'য়ে প্রাণের নিধি !
মোহন সাজে সাজানো এই
ক্ষণিক্ ধরার 'পরে—
দাওগো দেখা এ অভাগায়
শুধু ক্ষণেকের তরে !



নদী

কে তোরা ধরণী হৃদে নাম ধরি প্রবাহিনী
ছুটিয়া চ'লেছ কোথা কার প্রেমে পাগলিনী ?
আলোকে আঁধারে কিম্বা নিশীথের নিরজনে
উপেক্ষি সকলে তুমি ছুটিছ নিশ্চিন্ত মনে !
জোছনা বসনে ঢাকি তরঙ্গের দেহ খানি
কুলু স্বরে গাহি গান কভু সাজ' শোভা রাণী !
—প্রদানি নিঃস্বার্থ ভাবে শীতল অমৃত ধারা
জগতের উপকারে আপনি হ'য়েছ হারা !
পাষাণে জনম বটে, কিন্তু কি কোমল মতি ;
সরল উদার ভাব হইলেও বক্র গতি !
সাগর সঙ্গমে সতি একান্ত তোমার আশ,—
যদিও সে রত্নাকর অনেকেরি প্রেম দাস !
কিন্তু হায় ভালবাসা,—এমনি তাহার টান,
শতেক সতীন—তবু তারেই স'পেছ প্রাণ !
মানব সমাজে সদা দুর্লভ এ ভালবাসা,—
একের অধিক প্রেম অনেকেরই প্রাণনাশা !

মন্দাকিনী

সে যে স্বর্গ-প্রবাহিনী নাম যার মন্দাকিনী—
মরতেতে কেবা তার পায় দরশন !
দেবতা পরশ করে, দেবীগণ শিরে ধরে ;
দেব কবিদের সে যে সাধনের ধন।
কল্পনার যে নয়নে, জীবনের যে স্বপনে,
হেরিয়াছি সেই সুখ স্বর্গ সুরধনী !—
সাধ্য নাই বর্ণিবারে সেই শোভা পারাবারে
অপরূপ সাজে কিবা সুর তরঙ্গিনী।
কি নব মন্দার সার সারে সারে দুই ধার ;
চির ফুল্ল পল্লবেতে শোভিছে সুন্দর !
কি মৃদু মলয় বায় ঢলে তরঙ্গের গায় ;
পারিজাত পরিমল কিবা মনোহর !
ভাসিছে কনক তরী, অপরূপ আহা মরি ;
জ্যোতির্ম্ময় দেব দেবী আরোহি' তাহায় !
হে'রে সেই জ্যোতি ছটা, তরঙ্গের কিবা ঘটা,
স্বর্ণ মৃগ তীর থেকে সচকিতে চায় !

রাজহংস কেলি করে হীরক মৃণাল পরে ;
মাণিক পাপ্‌ড়িগুলি ভেসে ভেসে যায়—
কল্পনার মন্দাকিনী মম হৃদি বিহারিণী
দেখিবার সাধ যার আয় ছুটে আয় !



সমীরণ

পরশনে বুঝি মনে তুমি অতি আপনার,
প্রাণবায়ু রূপে তব জীব হৃদে অধিকার।
অলক্ষ্যে অদৃশ্যে থাকি মৃদু মন্দ সঞ্চরণে
কত কি পুরাণো স্মৃতি জাগাও মানব মনে!
কভু কভু রোষ ভরে নাম ধরি প্রভঞ্জন
তরী কর্ণধারে কর মগ্ন ভয়ে উচাটন!
কভু গন্ধবহ নামে ভাবুকের চিত চোর,
মৃদুল মধুর স্বনে কভু নিজ ভাবে ভোর।
কখনো তটিনী হৃদে বারিধির বক্ষোপরি
তুলিয়া তরঙ্গ শত খেলা কর আহা মরি!
জীবনের চির সাথী তুমি প্রিয় সমীরণ,
এ হেন বান্ধব রত্নে হেরিল না এ নয়ন!
গোপনে বাসিলে ভাল' পাই কিছু আস্বাদন,
তাই বুঝি তব প্রেমে অলক্ষিত পরশন? "
হায়রে গোপনে যারা ভালবেসে দেয় প্রাণ,
তোমা মত তাদের কি এমনি উদার দান?

তাজমহল

শ্বেত মর্ম্মরের স্তরে নির্ম্মিত মন্দির ;
স্নাত যেন চির মৃদু শুভ্র জোছনায় ;—
চারি কোণে স্তম্ভ চারি উদার গম্ভীর ;
মধ্যে তাজ-চুড়া শোভে অপূর্ব্ব শোভায় !
প্রচণ্ড রবির কর নারে সন্তাপিতে
শ্বেত প্রস্তরের এই কঠিন হৃদয় !
অগ্নি হেথা পারিবেনা প্রভাব জ্বাপিতে—
পবন সত্রস্ত ভাবে ধীরে ধীরে বয় !
যমুনা উজান বেয়ে চায় ফিরে ফিরে—
বাজেনা যদিও হেথা রাধা-সাধা-বাঁশী ;—
তবু সে বুঝেছে বুঝি তার হৃদিতীরে
কে যেন সাজায়ে গেছে প্রেম স্মৃতিরাশি !
মর্ম্মরের স্তরে স্তরে র'য়েছে খোদিত
কোন্ মহতের প্রিয় প্রেম ভালবাসা !
এ নহে শশ্মান শুধু ভস্ম আচ্ছাদিত—
এ সমাধি আজো কত প্রেমিকের আশা !

মূর্চ্ছনা

প্রেম প্রত্যাখ্যানে যার হৃদি মরুময়—
দেখে যারে একবার এ স্মৃতি মন্দির!
দেখিবি পাষাণ প্রাণে কি অমৃত রয়;
মর্ম্মর মরমে থাকে কত প্রেম নীর!
এ নহে উচ্ছ্বাস—শুধু কবির কল্পনা,
দূরাগত বাঁশরীর সুস্বর আলাপ;
এ সমাধি প্রেমিকের প্রেমের স্থাপনা—
পাষাণে রাখিয়া গেছে অনন্ত বিলাপ!
আরোহণ করি স্তম্ভে চেয়ে তাজ পানে
মনে হয় আজ মোর সার্থক জীবন!
পড়েনা পড়েনা যেন পলক নয়ানে;
বুঝি কোন্ স্বপ্নরাজ্যে করি বিচরণ!
অদূরেতে শোভিতেছে আগ্রা নগরী—
ছোট বড় সৌধরাজি নয়ন রঞ্জন;
বাদ্‌শা প্রাসাদ দুর্গ আহা মরি মরি,
কত কি অতীত কথা করায় স্মরণ?
মনে হয় সাজাহান বসি দুর্গাবাসে
অতৃপ্ত নয়নে আজো চাহে তাজ পানে!
আজো বুঝি প্রিয়তমা-সমাধি-সকাশে,
আত্মা তার ভ্রমিতেছে ব্যথিত পরাণে!

কোথা তুমি প্রেমযোগী মহাপ্রেম ধ্যানে
কোন্ বিশ্বে কোন স্বর্গে কর অবস্থান !
কোথা থেকে এখনও প্রেমের নয়ানে
হেরিতেছ' এ মরতে তাজের উদ্যান !
ধন্য যোগী ধন্য তব প্রেমের সাধনা—
এ মহা মন্দির গড়া প্রণয় স্বপনে !
হেরিলে মনেতে হয় সফল কামনা ;—
পাষাণেও প্রেম স্মৃতি রেখেছ' যতনে !



শোন

"He prayeth best who loveth best
All things both great and small:
For the dear God who loveth us,
He made and loveth all."

Coleridge.

প্রেম

প্রেমেতে রচিত জগত সুন্দর ;
মানুষ প্রেমেরি খনি !
প্রেমের এ হাটে নিতি বেচা কেনা ;
প্রণয় অতুল মণি !
ষড়রিপু—বশে রাখিয়া যে জন
চলেগো অনন্ত পথে—
ধীরে ধীরে প্রেম গোপনে আসিয়া
রাজে তার মনোরথে !
তখন যে দিকে ফিরায় আঁখিটি
হেরে সে প্রেমেরি ছবি ;—
আকাশ, জলধি, তারকা, চাঁদিমা
প্রভাত তরুণ রবি।
লহরে লহর ঢলিয়া পড়িছে ;
মেশামিশি সমীরণে !
ছায়াপথে তারা প্রেমেরি বাঁধনে
বাঁধা কি প্রণয় পণে !

আপনা হারায়ে ছুটিতেছে ধরা
অসীম প্রেমের পানে—
নয়নে নয়নে চমকিত প্রেম
ঝলসে কতই প্রাণে!
জনক জননী ভ্রাতা ও ভগিনী
দয়িতা বিলায় প্রেম!
আদর্শ সখার প্রেমের পরশে
উজলে কষিত হেম!
আহা প্রেমময় কোথায় লুকায়ে
হেরিছ' প্রেমেরি খেলা?—
বিতরি অধীনে বিন্দু প্রেম বারি
দাওগো চরণ ভেলা!



আত্মদান

ভালোবাসা ভুল নয়,
জন্মে জন্মে তারি জয় ;
ক্ষণেকের পরিচয়,—তবু কি আপন !

উদার বিকাশ যেথা,
ক্ষুদ্রতা লুকায় সেথা,
জাতিভেদ কুল, মান, ঐশ্বর্য্য রতন।

প্রাণে প্রাণ মিলে গেলে,
এ দুনিয়া পায়ে ঠেলে
ইচ্ছিলে হেরিতে পারি স্বরগ-স্বপন ;—

এখনি নন্দন ছায়
জুড়াইতে পারি কায় ;
ইঙ্গিতে আয়ত্ত হয় ইন্দ্রত্ব ভূষণ !

কিন্তু তাহে নাহি মতি,—
এ প্রেমের পরিণতি ;
চাহিনা চাহিনা আমি হেন রাগ-ভোগে !

ইচ্ছি আমি হেন দান—
প্রেমদীপ্ত আত্মজ্ঞান,
দরশিতে প্রাণধন—ভালোবাসা-যোগে।

স্বর্গভোগে রবে তাপ,
কেহ পুন দিবে শাপ,
আবার লুটিব এসে এ ধরণীতলে—

রুদ্ধ-কণ্ঠে কেঁদে কেঁদে
কোথা প্রেম লব' সেধে
জন্মভোর ভেসে রব নয়নের জলে!—

কেন বা সে অশ্রুপাত,
বহু ঘাত প্রতিঘাত
আছাড়ি ফেলিবে সদা জলধির কূলে—

কায কি পাষাণে লুটে,
গহনে বিপিনে ফুটে,
কাঁদা হাসা যাওয়া আসা এত ভুলে ভুলে!

আশীলক্ষ যোনি ঘুরে,
কত ম'রে কত পুড়ে—
পেয়েছি এ প্রেম-হৃদি মানব জনমে।

আছে যা' মনের বল
রোধিব নয়নজল
হেলায় মরিয়া রব আপন মরমে।

জন্মান্তর হয় যদি—
সেখানেও ব'বে নদী
ব'বে প্রেম-প্রস্রবণ—ভালোবাসা-ঝরা!—

দেখি কত জন্ম পরে
অভাগারে মনে ধরে—
আমারও অযুত জন্ম প্রাণপণে ভরা!

বাসিতে শিখেছি ভবে,
বাসনা অটুট রবে,
প্রতি পলে তুচ্ছ প্রাণ দিব বলিদান!

হোক্‌না মাটীর দেহ—
এরি মাঝে স্বর্ণগেহ,
সুখময়—স্নেহময়—প্রেমময় প্রাণ!

ভুলে যাই—নাহি ক্ষতি,
থামিবে ব্রহ্মাণ্ড গতি—
প্রেম যদি পথহারা লক্ষ্যচ্যুত হয়!—

মূর্চ্ছনা

মুছে যাবে শশী রবি
আবার গাহিবে কবি
নবযুগ সূচনার সমূহ প্রলয়!

প্রত্যয় পাবক কুণ্ডে
ঐরাবত—ধরি শুণ্ডে—
সন্দেহ উপেক্ষা, ঘৃণা আহুতি দিতেছে!—

হবিঃ তায় ভালোবাসা,
মন্ত্র তার প্রাণনাশা,
জ্ব'লে জ্ব'লে তপ্ত শিখা চৌদিকে ঘেরেছে!

অস্থি মজ্জা বিনির্ম্মিত
হৃদি তাহে কবলিত
ফট্ ফট্ পুড়ে ফেটে মশানের নিদর্শন।

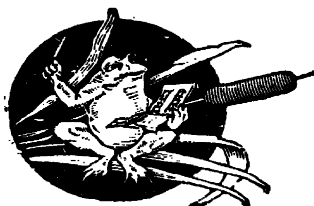
এযে গো সাধের চিতা,
দেখ' গো জগৎ পিতা,
তুমি গো অন্তরযামী জানো সব বিবরণ!

সম্বর সকল রোষ,
ক্ষম বিভু ক্ষম দোষ,
বিলম্ব হোয়েছে তোমা সঁপিতে বাসনা—

তাই আজো জ্বলে মরি,
বাঁচাও বাঁচাও হরি,
শিখাও নিষ্কাম প্রেম দুশ্চর সাধনা!

নির্ব্বাণ অথবা মুক্তি—
দাও দেব চির সুপ্তি ;
ইচ্ছাময় তব ইচ্ছা হউক পূরণ!

আমার এ ভালোবাসা
রাখে যেন শেষ আশা
চরমে লভিতে তব রাতুল চরণ!



হিমাদ্রি

পদে লোটে ধরাতল, শিরে শোভে নীলাকাশ ;—
হেররে নয়ন ভরি হিমালয় শৈলাবাস !—
পাষাণে পাষাণে মিশি দিগন্তে মিলিয়ে যায় ;—
উন্নত অগণ্য শৃঙ্গে তুহিন্ ধূমের ছায় !
শুভ্র তুষারের স্তূপ হীরকের মত জ্বলে ;
কোথায় জলদ জাল হৃদে তার কেঁদে ঢলে !
ভীষণ গরজি কত ক্ষুব্ধ নদী বেগে বয় ;
যে দিকে ফিরাই আঁখি শুধুই পাষাণ ময় !
ঘন বিটপীর শ্রেণী বক্ষ মাঝে অগণন
পরস্পর হেলি দুলি করে প্রেম আলিঙ্গন !
তরুণ নীবার দলে গাঁথা শিশিরের হার ;
চির তুষারের মালা অঙ্গে শোভে ধবলার !
হেরে এ পাষাণ শোভা কোমলতা লাজ পেয়ে—
দ্রবিয়া ঝরার বেশে বুঝি ওই যায় ধেয়ে !



সেতার

স্থকোমল গুন গুন স্থরের সুস্বর
বাজিছে সেতার যন্ত্রে অতি মনোহর !
কে তুমি স্থরের রাজা করেছ' রচনা
তারের মাঝারে এই মধুর বাজনা !
গভীরা যামিনী মাঝে আহা এই স্বর
শ্রবণে ঢালিছে কিবা সুধা নিরন্তর !
—বাগেশ্রী, কানেড়া বাজে বসন্ত বাহার,
হাম্বির, খাম্বাজ, সিন্ধু, অতি চমৎকার !
বেহাগ রাগিণী কভু বাজিছে পরোজ ;
—মুকুলিত হয় তাহে হৃদয় সরোজ !
ভাবি তাই মনে মনে কত শত বার—
কভু কি এমন দিন হবে গো আমার ?—
বিভু নামে সুর বেঁধে দিবে গো ঝঙ্কার
মরম মাঝারে মম লুকানো সে—তার !

আত্মদর্শন

উত্তপ্ত শোণিত বিন্দু মানবের ধমনীতে
অপূর্ব্ব ক্রিয়ার বলে প্রধাবিত অলক্ষিতে !
শিরায় শিরায় ধায় অবিরত অনুক্ষণ ;
বিদ্যুতের শক্তি তাহে লভে মানবের মন !
অনন্ত বাসনা স্রোতে ভেসে যায় হিয়া তার ;
কত আশা ভালবাসা কত সুখ পারাবার !
মায়ার বিকারে হেরে কত আত্ম পরিজন—
আমার আমার করি করে কত মহারণ !
কিন্তু হায় ! অবশেষে একদিন শুভক্ষণে
আসে মনে মহাজ্ঞান কভু কভু নিরজনে !
কে আমি, কে আমি ? হায়, আসিয়াছি কেন ভবে ?
কোন্ সে অজ্ঞাত দেশে ফিরে পুন যেতে হবে ?
যতই অজ্ঞানে মগ্ন থাকনা মানব মন—
একদিন হবে মনে এই গুপ্ত দরশন !
বেছে যদি লয় পথ সে যদিরে সে সময়—
অচিরে শ্রীপদে স্থান দেন তাঁরে দয়াময় !

সর্ব্বব্যাপী

যখন যে দিকে চাই, তোমারে দেখিতে পাই ;
জগতের মাঝে নাথ তুমি সর্ব্বময় !
চাহিলে আকাশ পানে, দেখি আহা! সেইখানে—
নীরদ মালায় তুমি কিবা শোভাময় !
কভু কভু নবঘনে, ক্ষণপ্রভা দরশনে,
ভাবি শুধু মনে তব রূপ মনোহর !
চারু ইন্দ্রধনু শোভা মুনিজন মনোলোভা ;
কত শোভা ঢালো তাহে রূপের সাগর !
তোমারি মঙ্গল বরে প্রকৃতি এ শোভা ধরে,
ক্ষিতি অপ্ তেজ বায়ু খেলে চারিধার ;
পিতৃরূপ, মাতৃরূপ, যত কিছু অপরূপ ;
সব রূপে রূপ হ'য়ে নিজে নিরাকার !
শিশুর অধর কোলে সুধা হাসি যবে দোলে ;
দেখি তার অন্তরালে তোমারি বিকাশ—
স্বচ্ছ সুখ সরোবরে, তটিনী লহর 'পরে,
তোমারি পবিত্র রূপ পাইছে প্রকাশ !

মূর্চ্ছনা

অকূল বারিধি রাশি ফেণময় হাসি হাসি
বালুকা বেলায় আসি করিছে আঘাত ;
সেই সে শোভার সনে তোমাকেই পড়ে মনে ;
মরম মাঝারে তব রূপ রেখাপাত !
তুমি গিরি, হিমালয়, তুমি সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ;
তোমারি ধেয়ানে মগ্ন কত যোগিজন ;
নিশার নীহার মালা, ঊষার উজ্জ্বল আলা ;
শ্রান্তি বিমোচন তুমি মৃদু সমীরণ !
তুমি চির শোভা মাখা, কোটী প্রবাহিণী শাখা ;
আনন্দ নির্ঝর ধারা উদার বিকাশ ;
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, তব রূপ ছায়া তারা ;
কিবা নীল চন্দ্রাতপ অনন্ত আকাশ !
হেরিলে নয়ন ভৃঙ্গ উন্নত ধবলা শৃঙ্গ
চির তুষারের সেই অনন্ত নিলয়—
অতি হীন শুষ্ক মনে, জাগে সেই শুভক্ষণে
তোমারি রূপের ছটা ওহে জ্যোতির্ম্ময় !
তাই বিভু ভাবি মনে, এত শোভা বিলোকনে
ঘটেনা ভাগ্যেতে যার তব দরশন—
সে কেন রেখেছে আঁখি, সে রাখা সকলি ফাঁকি ;
ভবেতে বিফল তার জনম জীবন !

ভ্রান্তি

কেনরে মানব মন, অনিত্যেতে অনুক্ষণ
ম'জে আছো নিশিদিন লক্ষ্য-পথ-হারা ?
হুদিনের তরে ভবে, ভেবে আর কিবা হবে—
কেনরে নীরবে ফেলো তপ্ত অশ্রুধারা ?
কে তুমি কোথায় বাস, কোথা যেতে হৃদে আশ ;—
কিছুই জান'না মনে কিবা হেথা স্থির !
মুখে কথা "আমি আমি", সদাই বিপথ গামী ;
যেন' কি বিকারে তুমি উন্মত্ত অধীর !
প্রলাপ বিলাপ মুখে খুঁজিতেছ' অতি দুখে
সুখময় আনন্দের নব নিকেতন !
কিন্তু হায় এত ভুল, সুখেরি অনন্ত মূল
স্বরিপু কুঠারাঘাতে করিছ' ছেদন !
বিষয় বাসনা বিষে দগ্ধ প্রাণ পাবে কিসে
উদার উদারতর নিত্য আস্বাদন !
মত্ত যে মদিরা পানে— সে কবেরে কোন্ খানে
সহসা ফিরাতে পারে মোহ মুগ্ধ মন।

পতঙ্গ আপন প্রাণ   পাবকে করিছে দান ;
বুঝিতে ভাবিতে তার শকতি কোথায় !
অন্ধ কি দেখিতে পায়   সে মধুর জোছনায়
বধির অধীর কবে সুর মূর্চ্ছনায় !
বিধির অপার বরে   ভেবে দেখো চরাচরে
তুমিই পেয়েছো নর সমুচ্চ আসন—
পেয়ে হেন বল বুদ্ধি   না করিলি চিত্ত শুদ্ধি—
আবিল পঙ্কিল জলে রহিলি মগন !
দারা, সুত, পরিবার,   সংসার আশ্রম সার ;
কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান পরীক্ষা-আগার ;
আকৃষ্ট না থেকে তায়   যে জন সে পথে যায় ;—
জনম জীবন শেষে ধন্য হয় তার।
বিপদে সম্পদে যেবা   বিভু পদ করে সেবা
মন যার সদা বাঁধা তাঁহারি চরণে—
মায়া-ডোর তার কাছে   শিথিল পড়িয়া আছে,
সে কভু কি পায় ভয় জীবনে মরণে ?
কিন্তু কি করিলি ভুল,   হারালি হারালি মূল ;
মায়ায় দেখিলি নর কি সুখ স্বপন—
কারে প্রাণে ভালোবাসি   নিজ গলে দিলি ফাঁসি—
কার তরে ছল' ছল' ও দুটী নয়ন ?

ভ্রান্তি

উপস্থিত পরীক্ষায় না চিনিয়ে আপনায়
কোথায় আসিয়ে পথ হারালে পথিক ?
রক্ত মাংসে দেহ ভরা, মাটীর প্রতিমা গড়া ;
তাহাতে আকৃষ্ট থাকা সকলি অলীক !
প্রাণে যারে দেবে ঠাঁই, প্রাণ তার্ থাকা চাই ;
নয়ত' মরুতে কেন বীজের বপন ?
দেখিতে দেখিতে হায় জলের বুদ্বুদ প্রায়
মিশায় যাহারা তার কিসের যতন !
এমন সোনার খাঁচা, পোষা পাখী বাছা বাছা
সকলি শিকল কেটে পলায় যখন—
মিছে কেন অপবাদ, সে পাখী ধরিতে সাধ ;
কি আশা করিয়ে তায় সঁপিবি জীবন ?
প্রপাত পতিত নীর সে কভু কি রবে স্থির ?
তীর বেগে ছুটে গিয়ে অনন্তে মিশাবে—
ওটুকু পলক্ পলে বলোগো কিরূপ বলে ;
ভগন হৃদয় খানি কাহারে দেখাবে ?
যদি বলো একেবারে পাবেনা পাবেনা তাঁরে ;
পাখী ধ'রে ভালোবাসা অভ্যাস সাধন ;
ক্ষতি কি নির্লিপ্ত মতি, যদি না চঞ্চল গতি ;
ক্ষতি কি প্রেমের পথে কঠিন বাঁধন ?

কোথা পাবে এককালে,— ঘটিবে কি তব ভালে
অত প্রেম পবিত্রতা পূর্ণ ভালোবাসা ?
সঞ্চয় করিতে শক্তি, হৃদয়ে ধরিতে ভক্তি ;
অভ্যাস আভাষে প্রাণে জ্বলে ক্ষীণ আশা !
কেনা চাহে প্রাণপণে শূন্য হৃদি সিংহাসনে
বসাইতে প্রিয়তম প্রতিমা সুন্দর ?
অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে ধীরে প্রেমের সাগর তীরে
সকল মানব আত্মা হয় অগ্রসর।
কেহবা করম ফলে পাপ অনুতাপে জ্বলে ;—
পথের মাঝারে তার বিলম্ব অধিক ;
বসিয়ে কামনা রথে, ভ্রমিছে প্রবৃত্তি পথে ;
কত যে জ্ঞানান্ধ হেথা মানব পথিক !
কিন্তু কি বিধির মায়া, অজানা তাঁহারি ছায়া
পাছে পাছে মানবের ফেরে অনুক্ষণ ;
আপনি আপন দান অনন্ত জ্যোতির প্রাণ
জীব দেহ হ'তে সদা করে আকর্ষণ !
লৌহ শলাকার প্রায় প্রাণ, মন, দেহ, ধায়
একমাত্র চিরারাধ্য চুম্বুক চরণে—
কোটী জন্ম যদি যায়, বিচ্ছেদ হবেনা তায় ;
জীবন মিলিবে শেষে পরমের সনে !

না ছুটে সিন্ধুর পানে নদী ঝরা কোন্ স্থানে
নিভৃত পর্ব্বত হৃদে লুকাইয়ে রয় ?
কেঁদে কেঁদে কলস্বরে কত পথ ঘুরে পরে
প্রাণেশ সদন আশা করে শেষে জয় !
তাড়িৎ যেখানে থাক্, হোক্‌না সে জ্ব'লে থাক্,
মুহুর্ত্তে আঁধার দেশে গতি মুক্ত তার।
আস্থায়ী অন্তরা ঘুরে মধুর সঞ্চারি পুরে
সুর শেষে পরিবে গো আভোগের হার।
তবু সদা সর্ব্বক্ষণ ওরে ও বিভ্রান্ত মন,
জলন্ত বিশ্বাসে তাঁরে কররে সাধনা ;
দেখিবে সে দয়াময় ঘুচাবে ভবের ভয়,
পলকে পূরাতে পারে প্রাণের কামনা !
জন্ম জন্ম কেন আর স'বিরে যাতনা ভার ?
প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যায় ল'য়ে মুক্তি বাণী—
আঁধারে খদ্যোত হাসে, সমীর সুমৃদু ভাষে ;
কত নিশি হয় ভোর সাথে ঊষা-রাণী !
সময় থাকিতে নর, কেন তবে ভাবান্তর ?
শুভ পথে শীঘ্র গতি হও আগুয়ান—
রেখে দে সংসার সুখ, অনিত্য—সকলি দুখ,
রুদ্ধ কর ক্ষণতরে মায়াগীত গান।

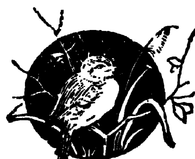
রেখে দে ধর্ম্মের ভান,　ধর্ম্মে কোথা তোর প্রাণ ;
　　ভোগেতে থাকেনা কিছু—ত্যাগে ধর্ম্ম রয় ;
জগতের হিত তরে—　আপনা উৎসর্গ করে ;
　　সে জন ধার্ম্মিক অতি—মহাজনে কয় !
অথবা যে রিপুগণে　রেখেছে শাসনাধীনে ;
　　এ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডখানি করিয়াছে জয় !—
কর্ত্তব্যে আপন প্রাণ　লক্ষবার বলীদান
　　দেছে যে ধরম বীর,—তার কোথা ভয় ?
সত্য পথে চিরস্থির,　বিভুর বিশ্বাস তীর
　　যে বীরের বক্ষস্থল করিয়াছে ভেদ—
সেই রে বুঝেছে ধর্ম্ম,　কোথা হৃদি, কোথা মর্ম্ম;
　　তারি হৃদে চূর্ণ কোটী কামনার খেদ !
শোভনা প্রকৃতি সতী,　সদা কি নিষ্কাম ব্রতী,
　　কত যে মহত্ত্ব তার হৃদয়ে বিকাশ ;
সে কথা ভাবিলে পর,　ওরে অতি ক্ষুদ্র নর,
　　তুই যে জীবিত তাহা হবেনা বিশ্বাস !
কত যে মহিমাময়　গিরিরাজ হিমালয় ;
　　কত যে স্নেহের ধারা সে পাষাণে রয় ;—
নদ, নদী, নির্ঝরিণী,　কত ক্ষরা স্রোতস্বিনী—
　　তারি হৃদে জন্ম লভি ধরাধামে বয় !

কি মহান্ ত্যাগে তারা সতত আপনা হারা ;
কি নিঃস্বার্থ উপকারে নিয়োজিত প্রাণ ;
অলক্ষিত সমীরণ, কি স্নেহের পরশন ;
জীবের জীবন তরে কত উচ্চ দান !
ও প্রাণের পরিসর কতটুকু তোর নর,
তুই কি ভাবিবি বল্ সে ব্রতের কথা ?
সামান্য ধনের ধনী, মদ গর্ব্বে শিরোমণি,
ভুলে আছো সংসারের ল'য়ে শত ব্যথা !
রামায়ণ, অষ্টাদশ, গায়রে ত্যাগের যশ ;
ত্যাগ বিনা ধর্ম্ম ভিত্তি কোথায় ধরায় ?
বাইবেল কি কোরান গাহিছে নিষ্কাম গান ;
বুদ্ধের অহিংসা ধর্ম্ম ত্যাগেরি প্রথায় !
তুমি নর ভুলে ভুলে কি ফাঁসি পরাও গলে ?
রূপকে অধিক তর্কে হারাবে রতন—
ধুয়ে ফেলো হৃদিখানি, বিশ্বাস পরম বাণী ;
মানুষে করিতে শেখো প্রাণের যতন !
শিলা মাথে ঢালি জল হয় হবে কিছু ফল—
লক্ষ জন্মে বিশ্বাসের কক্ষ পূর্ণ হবে !
জঠর যন্ত্রণা জ্বালা, কেন এ দুখের পালা ;
স্বইচ্ছায় তুই নর সহিবি এ ভবে !

মনুষ্য মন্দির মাঝে কত শিব জেগে আছে ;
কত শিব অনাহারে সজল নয়ন !—
তাদের না সেবা করি আছো কি কল্পনা ধরি ;
কি বিচিত্র ভ্রম তোর ধরম স্বপন !
কদলি তণ্ডুল দানি' পূজি যে প্রতিমা খানি—
সে কবে অর্পিত দ্রব্য ক'রেছে গ্রহণ ?
ভক্ত পাশে, ভক্তি রটে, ভক্তেরি মানস পটে
বিশ্বাসে জাগ্রত কভু মূরতি মোহন !
বেদে যে যোগের ব্যাখ্যা, রামায়ণে সেই আখ্যা,
অষ্টাদশে তাই পুনঃ কাব্য ছন্দে গান ;
কবিত্বের কল্পনায় সুখ স্বর্গ এ ধরায় ;
কবিতা রেখেছে আজো জগতের প্রাণ !
ধন্য তুমি ধন্য কবি, তুমি গো অমর ছবি ;
তোমারি অমৃতে ভাসে কত যে বিশ্বাস !
তোমারি সুধার নীরে, "ধীর সমীরে" ধীরে—
ব্রজগোপী আজো রাখে কৃষ্ণচন্দ্রে আশ !
আজো ভেবে সে মাধুরী সুখ বৃন্দাবন পুরী
যমুনার নীল তটে শোভিছে সুন্দর !
আবার বাজিবে বাঁশী, উদিবে সে কালো শশী ;
নব নারী নব ভাবে সাজিবে কুঞ্জর !—

ভ্রান্তি

সামান্য রূপেতে মন, কেন হবে অচেতন ?
ভাবো সেই মহারূপ রূপের আধার !
ক্ষণিক সুখের তরে কেনরে হারাবি পরে
অবিচ্ছিন্ন আনন্দের অনন্ত পাথার ?



দর্শন

যে যত দূরেতে থাকে, সেই অতি কাছে রয় ;
মনে মনে সঙ্গোপনে তারি সনে দেখা হয় !
কাছে রেখে দেখি যারে সদা তারে ভুলে যাই
দূরে যার যত শোভা কাছে তার কিছু নাই !
কাছে যদি আসে চাঁদ, দেখিবে গুহার রাশি ;-
দূরে দূরে নীলাম্বরে কিবা তার মৃদু হাসি !
যে হৃদয়ে স্বর্গভাবে খেলে প্রেম দয়া মায়া—
তাহারি হৃদয়ে কভু ফোটেরে নরক ছায়া !
—কৃপণ বলিয়া যিনি ঘৃণাভরে উপেক্ষিত ;
তারি হস্ত একদিন দানগুণে বিভূষিত !
যে করেনি কভু প্রেম ভালবাসা আস্বাদন ;
একদিন হৃদি তার সে গুণের নিদর্শন !
পর যারে ভাবা যায় সেই হয় আপনার ;—
সুখের অন্তেতে থাকে দুখ-ভরা-হাহাকার !
কামাচারী যেই জন সেই ত সংযমী শেষে ;
দরিদ্রই মহাধনী, ধনী দীন চিন্তা ক্লেশে !

যেই জন রাজ্যেশ্বর, তার চেয়ে কে ভিখারী ?
রাজ রাজ্যেশ্বরী শ্যামা, স্বামী দীন ত্রিপুরারী !
সরল প্রাণের কভু করাল কুটিল গতি ;
কুটিল প্রাণের কভু বিমল সরল মতি !
মহা মিত্র এক দিন মহা শত্রু ভাব্ ধরে ;
যে আগুনে বাঁচে নর তাহাতেই পুড়ে মরে !
সৃষ্টির সূচনা যাহে তাহে দেখ' পুন লয় ;
ভীরু কভু যে সাহসী, সাহসীও পায় ভয় !
মন-যোগী যেই জন কভু তার মহাভুল ;
অসীম বারিধি বারি আঘাতে সসীম কূল !
মহাশূন্য শূন্য নয় আছে কত গ্রহ তারা ;
পাষাণে লুকানো থাকে কোমল নির্ঝর ধারা !
ছয় মাস দিন যেথা সেথা ছয় মাস রাত ;
যতটুকু সুখ ভোগ, ততটুকু অশ্রুপাত !
হেন জীব হেন বস্তু, সৃষ্ট কিছু হয় নাই—
এ জগতে দিবে যারে ঘৃণার মাঝারে ঠাঁই !
সকলেতে সমভাবে সব ভাব সমাবেশ ;
সকল হৃদয়ে রাজে প্রাণ প্রভু পরমেশ !
তবু তাঁর দেখা পেতে ঝরে পোড়া আঁখি লোর—
কে বুঝিবে এ দর্শন সংসার মায়ার ডোর !

প্রেম-প্রসাধন

ভালোবাসা ভালোবাসা এসো এসো বুকে ধরি—
সহস্র সহস্র জন্ম তোমা' ল'য়ে বাঁচি মরি!
তোমারে হৃদয়ে রেখে
চাঁদ মুখ দেখে দেখে
অনন্ত ঘটনা স্রোতে ভেসে যাক্ দেহ তরী—
ফিরিতে ফিরাতে কিছু চাহিনা জনম ভরি।

যেমন ছুটেছে ধরা অসীম শূন্যের পানে—
কত যুগ যুগান্তর জানিনা তা কেবা জানে?—
দেখে' নিত্য শশী রবি
প্রাকৃতিক নব ছবি
বিমান ভাসায়ে দেছে সমীরের সুখ গানে—
বুক ভরা ভালোবাসা কত সে রেখেছে প্রাণে।

অবারিত হৃদে তার কত জীব হাসে গায়,
ভালোবেসে কত লোক কেঁদে কেঁদে চ'লে যায়;
কত ক্ষুব্ধা বিহঙ্গিনী
কত স্থিরা সৌদামিনী
প্রচ্ছন্ন প্রাবৃটে লোটে বিদগ্ধ পাষাণ পায়—
প্রমোদী কুসুম কত ফোটো ফোটো ঝ'রে যায়!

এ হেন এ হেন বিশ্বে আমি কি বেসেছি ভালো—
রবি, শশী, তারা মাঝে কতটুকু তার আলো?
কতটুকু মনোবল
বিশ্বাসের কিবা ফল
জীবন কি দগ্ধ মরু এত আঁখি বারি ঢালো?
ভঙ্গুর কুটীরে কেন স্বেচ্ছায় আগুন জ্বালো?

প্রশস্ত এ ধরাতলে কত ক্ষুদ্র আমি তুমি!
ক্ষণকাল মায়াজাল শেষেতে শ্মশান ভূমি।
এরি মাঝে কত ভুল
খুঁজে কে পেয়েছে কূল?
আকাশ ঢলিয়া পড়ে সাগর সলিল চুমি—
কতটুকু ভালোবাসা বলো গো দেখাবে তুমি?

মূর্চ্ছনা

হৃদয়ের উপত্যকা এত কি উর্ব্বর স্থান—
প্রকৃতির সমতুল্য দিবে কি উদার দান?
একটী মূহুর্ত্ত তরে
পারিবে কি সেই স্তরে
ছুটাতে প্রেমের ঝরা—শীতল বিমল প্রাণ—
কাতর কোমল সেই মধুময় কলতান!

হায়রে ঐশ্বর্য্যপতি কি ধনে হ'য়েছ ধনী?
বৃথা তব কোষাগার রতন বৈদূর্য্যমণি?
এ ভবে খেলিতে পাশা
না জিনিলে ভালোবাসা—
অসমাপ্ত র'য়ে যাবে যা' কিছু সুখের খনি!—
কি চোখে দেখেছো কান্তা প্রিয় ইন্দু নিভাননী?

সে নহে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি—অথবা বিলাস বাস,
প্রিয়তমে মনোরমে কথা মাত্র পরিহাস!
উদার সে পয়োধর
অম্বরের শোভাকর
বিন্দু বিন্দু পীযুষেতে সৃষ্টির ভবিষ্য আশ—
রমণী হৃদয়াকাশে কত উচ্চ প্রেমাভাষ!

কে তুমি কে তুমি মূর্খ কাম ভাবে দেখ' তায় ?
নিজের কুঠার কেন আঘাতিবে নিজ পায় !
দুঃশাসন দুর্য্যোধন
প্রবৃত্তিতে দিয়ে মন
স্ববংশে নিধন প্রাপ্ত কুরুক্ষেত্র পরীক্ষায়—
রুধিরে ভাসিল' পৃথ্বী প্রকৃতি মানের দায় !

কিশোর যৌবন জরা গ্রথিত গো যে জীবনে
পাবে কিগো সুখ সেথা কামনার দুনয়নে ?
রবে শুধু তৃষ্ণা ঘোর
জনম জনম ভোর
র'বে দগ্ধ আঁখি লোর সংসারের এ প্রাঙ্গণে—
আসঙ্গ লিপ্সায় কবে প্রেম ভাব জাগে মনে ?

তাই ওই কাব্য কুঞ্জে ভাবুক রসিক জন
আহ্লাদিনী শকতিরে করিলেন আরাধন !
রচি সেবা রাসমঞ্চ
রোধিলেন রিপু পঞ্চ
রাধা নামে সেই শক্তি সূক্ষ্মভাবে নিরূপণ—
সুকবির সুধাভাষে প্রেম হ'লো বরিষণ !

সেই বিজলীর রূপে ঘনশ্যাম দরশন
হৃদয় যমুনা তীরে সাধকের শুভক্ষণ।
মন রূপ কেলী বনে
হেরি রাধাশ্যাম ধনে
বিবসনা আত্মহারা ভাব ব্রজগোপীগণ—
যুগল ত্রিভঙ্গ ঠামে মোহিত গো ত্রিভূবন!

স্নেহ সেথা যশোমতী—পিতা নন্দে প্রেমোচ্ছ্বাস—
সাধকে বুঝিতে পারে—সে ব্রজ মাধুরী রাস!
প্রবৃত্তি কুটীলা এসে
দেখে প্রাণ বধূ শেষে
ভালোবেসে প্রেমাবেশে ত্যেজেছে গোকুল বাস—
যুগলে হেরিয়া রাধা মরমে বিস্ময় ত্রাস!

ভালোবাসা মহাপ্রেম আছে শুধু এর মূলে,
আপনি মদন রতি রাখে ফুল ধনু তুলে।
এই 'বাসা' রেখে বুকে
চাঁদ মুখ দেখে সুখে
দাঁড়ায়ে র'য়েছি হরি ভব জলধির কূলে—
পদ-তরী দিতে বিভু যেওনা অন্তিমে ভুলে!

করুণা

অনন্ত করুণা তব শুন ওগো বিশ্বপিত,
তোমারি সৃজিত ধরা করুণায় আচ্ছাদিত।
অসীম করুণা ল'য়ে বহে যায় নির্ঝরিণী ;
সুশীতল বারি আহা সুখ শান্তি প্রদায়িনী !
প্রভাতে মলয় বায় তোমারি করুণা দিয়ে—
রোগে শোকে দগ্ধ প্রাণ ব'য়ে যায় আশ্বাসিয়ে !
ঊষার কপোল সিক্ত বিমল শিশির বিন্দু
জানায় সে ফুলদলে তোমারি করুণাসিন্ধু।
তোমারি করুণা ভাবে বিমোহিত হিমাচল
ঊর্দ্ধশিরে ধ্যানযোগে মগ্ন রয় অবিরল !
তোমারি করুণা ধারা বৃষ্টিধারা রূপে নামি
জীবের মঙ্গল করে ওহে প্রভু অন্তর্য্যামি !
অযাচিত ভাবে যদি এ হেন করুণা নাথ,
দূর করে প্রাণীদের অভাবের অশ্রুপাত !—
কি হেন অভাব দুখ আছে বল এ সংসারে
যাচিত করুণা ভরে তিলেক তিষ্ঠিতে পারে ?

মূর্চ্ছনা

সভক্তি অন্তরে পিতঃ যে তব করুণা চায়,
কিছু কি অভাব তার হৃদয়েতে স্থান পায় ?
অপার জলধি সম উথলিয়া উঠে হর্ষ ;
ভুলে যায় আমি তুমি, মাস, তিথি, যুগ, বর্ষ !—
হৃদয় হইয়ে যায় কি যেন কেমন পারা ;
ক্ষণে বুঝে তার আঁখি বর্ষে কি করুণা ধারা !
হারা প্রাণ তাই মোর আজি ওগো বিশ্বপিতঃ,
বিগলিত আঁখি যুগে শ্রীচরণে উপনীত ;
একটী আশীষ পিতঃ, দাও আজ অভাগায়—
এ হেন করুণা কণা অন্তিমে যেন' সে পায় !



বিভো ! তোমারি ইচ্ছায় !

বিভো ! তোমারি ইচ্ছায় !
সুন্দর সুখদ ধরা পরি বেশ মনোহরা
কোন্ সে অনন্ত পথে অবিরাম ধায় ?
অসীম গগন মাঝে অগণ্য জ্যোতিষ্ক রাজে ;
—কতদূর থেকে তারা ধরা পানে চায় ?
উজলি বিচিত্র ব্যোম ছোটে শনি, রবি, সোম
কত সূর্য্য কত চন্দ্র গণনা না যায় !
বিভো ! তোমারি ইচ্ছায় !

বিজ্ঞান এনেছে বাণী পরমা প্রকৃতি রাণী
অপরূপ গ্রহচয়ে কিবা শোভা পায় !—
দশ ইন্দু হাসি হাসি মঙ্গল গগনে ভাসি
অপূর্ব্ব জোছনা রাশি আবেগে বিলায়—
এখানে একটী চাঁদে কত প্রাণ পড়ে ফাঁদে
না জানি সেখানে কবি কি ভাষা যোগায় !

ছোটে কত ধূমকেতু কে জানে কি তার হেতু
কি সুন্দর নীহারিকা ছায়াপথে ভায়!
কত গ্রহগণ মাঝে, কি তব মহিমা রাজে
কে বলিতে পারে তাহা শুধাবো কাহায়?
—সহস্র যোজন ধায় কেহ এক লহমায়
কি নিয়ম! কি শৃঙ্খলা! হেন রচনায়!

আছে কত গ্রহগণ করে শূন্যে বিচরণ
রোগ, শোক, জরা মৃত্যু, রহেনা তথায়—
হয়তো এমন ধারা সে গ্রহেতে আছে যারা
তারা দেখে এ ধরণী নক্ষত্রের প্রায়!
অনুভব বৃথা নয়, সুজন পাইলে লয়
ইহলোক ত্যজি তারা উচ্চলোকে যায়—
বিভো! তোমারি ইচ্ছায়!

হয়তো আশার আশে যে যাহারে ভালোবাসে
এখানে চোখের দেখা সেথা তারে পায়!
নতুবা প্রেমিক প্রাণ কেন করে প্রাণদান?
বিশ্বাসে আশ্বাস আছে—বাঁচে সে আশায়!
বিভো! তোমারি ইচ্ছায়!

বিভো! তোমারি ইচ্ছায়

শশাঙ্ক তুষারে ঢাকা   সূর্য্য সপ্ত-বর্ণ-মাখা
অসীম রহস্যে বিশ্ব চ'লেছে কোথায় ?
ভাবিলে শিহরে কায়   হেন উচ্চ ভাবনায়—
কি তুচ্ছ চিন্তায় নর করে হায় হায় !
বিভো! তোমারি ইচ্ছায় !





THE PHILOSOPHY OF KISS

Unseen the dew-drops are kissing the flowers, and lo, in what smiling rapture doth the moonlight kisses the sea ! And the sea itself kisses the sandy beach with passionate emotion. The solitary waterfall flows downwards to kiss its own heart of stone and the mountain is beside itself to kiss the deep blue vault of the sky. The showers of *Sravan* fall to kiss the bosom of the earth ; the mother loses herself to kiss her children ; and the lightning suddenly kisses the fresh and soft blue cloud. O God, who art thou that hast stored the lips with such nectar that even the hunger of love is appeased by the beloved one's kiss. Ay, even the rock methinks melts below the cold kisses of snow ; how many then must be the hearts that are maddened by the hot kisses of love O, how untrue that the world is upheld by gravitation alone, when it is only the kiss of love that binds the world around.

[The above translation is annexed by the author for his European friends.—*Publisher.*]